অতি জরুরী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
হজ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
website : www.hajj.gov.bd

স্মারক নং-১৬.০০.০০০০.০০৩.২৭.০০১.১৮.২৬১

তারিখ : ১৫ ফাল্গুন ১৪২৪ বঙ্গাব্দ
২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ খ্রি.

বিষয় : **এজেন্সীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের প্রেক্ষিতে লাইসেন্স স্থগিত/জামানত বাজেয়াপ্ত/জরিমানা প্রদান।**

২০১৭ খ্রি. সনের হজ মৌসুমে বিভিন্ন হজ এজেন্সির বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হয়। উক্ত অভিযোগসমূহ তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সরকার ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি-৩ গঠন করে। তদন্ত কমিটি-৩ সংশ্লিষ্ট সকল হজ এজেন্সীর বক্তব্য/লিখিত বক্তব্য বা জবানবন্ধি গ্রহণ, আনীত অভিযোগ ও অভিযোগকারীর বক্তব্য বা জবানবন্ধি এবং সৌদি আরবে গঠিত তদন্ত টীম কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত রিপোর্ট যাচাই-বাছাইপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেছে।

০২। তৎপ্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত তদনৃত কমিটি-৩ এর সুপারিশ মোতাবেক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর পক্ষে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত হজ এজেন্সীকে তার/তাদের নামের পাশে বর্ণিত লাইসেন্স স্থগিত/জামানত বাজেয়াপ্ত/জরিমানা ইত্যাদি প্রদান করা হলো:

ক্র.নং	লাইসেন্স নম্বর	এজেন্সীর নাম ঠিকানা	মন্ত্রণালয়ের গঠিত কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা	মতামত/সুপারিশ বা প্রদত্ত শাস্তি
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১.	১৮	(ক)Al hajj travel trade, house-30, flat-3/a, sonargaon janapath road, sector-11, uttara, dhaka	(ক) অভিযোগকারী নুরুন নাহার বেগম তার স্বামীকে নিয়ে হজে যাওয়ার জন্য ২০১৬ সালে হজে যাওয়ার নিমিত্ত আল-হাজ ট্রাভেলস-কে টাকা জমা প্রদান করেন। তিনি আল রাফি ট্রাভেলস এর মালিক জনাব মাহবুবুর রহমানের মাধ্যমে এই টাকা জমা প্রদান করেন। ২০১৬ সালের এপ্রিলে অভিযোগকারীর স্বামী মারা গেলে তিনি আর হজে যেতে পারেননি। অভিযোগকারী বিধবা নুন্নাহার বেগম ২০১৬ সালে হজে যাওয়ার জন্য টাকা প্রদান করে আল-হাজ ট্রাভেলস, হ. লা-০০১৮ এবং আল-রাফি ট্রাভেলস, হ.লা-১৩৩৯ এর নিকট টাকা ফেরত পাওয়ার জন্য হয়রানির শিকার হয়েছেন। সর্বশেষ তদন্ত কমিটির সামনে অঙ্গীকার করেও পাওনা টাকা ফেরত না দিয়ে অগ্রীম তারিখ উল্লেখ করে ৬৮,০০০/= টাকার ২টি চেক প্রদান করেছেন। এধরনের আচরণ কোন ভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। (খ) তিনি ঘোষিত প্যাকেজ অনুযায়ী অভিযোগকারীদের সেবা প্রদান করতে পারেননি। এইজন্য দেশে ফেরত এসে তাদেরকে ৬লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণ বাবদ চেক প্রদান করেছেন। যা ফেব্রুয়ারি মাসের ১ম সপ্তাহে ক্যাশ করা যাবে। অভিযোগকারী কাউপলের হজ বরাবরও একই ধরনের অভিযোগ দাখিল করেছেন। ভিআইপি প্যাকেজের হজযাত্রী হিসেবে অভিযোগকারীদের ঘোষিত প্যাকেজের সেবা প্রদান না করায় তিনি হজযাত্রীদের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন।	(ক) একজন বিধবা মহিলার সঙ্গে হজের জন্য প্রদত্ত টাকা যথাসময়ে ফেরত না দেওয়া এবং তার সঙ্গে সদাচরণ না কারায় হজ নীতিমালা ২০১৭ অনুযায়ী ২টি লাইসেন্স (Al-hajj Travel trade,H.L. No.18), (Al Rafi Travels, HL-1339) বাতিল এবং ০৫ লক্ষ টাকা করে জরিমানা করা হলো। (খ) হজযাত্রীগণকে চুক্তি মোতাবেক সেবা প্রদান না করায় আলহাজ ট্রাভেলস এন্ড ট্যুরস (হ.জ-০০১৮) এর কার্যক্রম ১বছরের জন্য স্থগিত এবং ১০ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হলো।
২.	১৯	Al-Haramain Travels, 203, Hazi Younus Market (2nd Floor), Muradpur, Panchlaish, Chittagong.	অভিযোগটি কোন হাজী কর্তৃক দাখিলকৃত নয়। মূলত আল-হারামাই ট্রাভেলস, মিজাবে রহমতের পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে ২০১৮ সালে ৩০জন হাজী ট্রান্সফার করে নিয়ে যাওয়ায় এই বিরোধের সৃষ্টি হয়। **মিজাবের রহমতের** মালিকেই তার পাসওয়ার্ড ব্যবহার করার জন্য আল-হারামাইন এর মালিক-কে অনুমতি প্রদান করেন। মিজাবের রহমতের প্রেরিত মেইলে ১৫জন হাজীকে রিপ্লেস করার জন্য আল-হারামাইনকে মেইল প্রেরণ করা হয়। অভিযোগকারী এজেন্সির মালিক এই রিপ্লেস নিয়ে কোন অভিযোগ করেননি। এই রিপ্লেসের বিরুদ্ধে হাজী সাহেবদের নিকট থেকে কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি। মক্কায় অব্যবস্থাপনার বিষয়ে সচিব মহোদয় বরাবর ৮জনের স্বাক্ষরিত ১টি অভিযোগ দাখিল করা হলেও কোন ঠিকানা উল্লেখ করা হয়নি। অভিযোগকারী তার প্রদত্ত জবানবন্দীতেও বাড়ি ভাড়া দূরে করা হয়েছে এটি উল্লেখ ছাড়া মক্কার অন্য কোন অব্যবস্থাপনার বিষয়ে কোন অভিযোগের কথা উল্লেখ করেননি। তদন্ত কমিটির কাছে প্রতিয়মাণ হয়েছে মূলত ২০১৮ সালের মিজাবে রহমতের ৩০জন হাজীকে আল-হারামাইনে ট্রান্সফার করায় এই বিরোধের সৃষ্টি হয়। অভিযোগটি মূলত ব্যাবসায়িক বিরোধের। মিজাবে রহমত অন্য এজেন্সিকে তার পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে দিয়ে অন্যায় করেছেন। আল-হারামাইন মিজাবে রহমতের সরলতার সুযোগ নিয়ে কোন বিরোধ নিষ্পত্তি ছাড়াই ৩০জন হাজীকে তার এজেন্সিতে ট্রান্সফার করে নিয়েছেন। এই ট্রান্সফারে হাজীদের কোন সম্মতিপত্র আল-হারামাইন ট্রাভেলস দাখিল করেননি। উভয় এজেন্সির মধ্যে সৃষ্ট বিরোধ নিষ্পত্তি না হলে ২০১৮ সালে এই ৩০ হজযাত্রী হজে যাওয়া অনিশ্চিত হয়ে পরতে পারে।	হাজীদের অনুমতি ছাড়া ট্রান্সফারকৃত ৩০জন হাজী তাদের পূর্বের এজেন্সিতে ফেরত প্রদানের জন্য আল-হারামাইন-কে নির্দেশ প্রদান করা হলো। উভয় এজেন্সির কোন আর্থিক বিরোধ থাকলে তা হাবের মধ্যস্থতায় নিষ্পত্তির জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো। বিরোধ নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত উভয় এজেন্সির হজ কার্যক্রম পরিচালনা স্থগিত রাখা হলো।
৩.	৪২	bright travels, mega chayaneer (1st floor-a-1) house # 45, road # 27, block # a banani dhaka-1213	ঢাকা হজ কাফেলার মালিক মৌখিক চুক্তিতে ব্রাইট ট্রাভেলস (হ.লা-০০৪২) এর মালিক রেজাউল করিম উজ্জলকে নিজের লাইসেন্সটি ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে লাইসেন্সের শর্ত ভঙ্গ করেছেন। অভিযোগকারীর লেনদেন হয়েছিল ব্রাইট ট্রাভেলস এর সাথে। ব্রাইট ট্রাভেলস এর মালিক রেজাউল করিম (উজ্জল) মৌখিক চুক্তিতে ঢাকা হজ কাফেলা (হ.লা-০৭৩২) পরিচালনা করেছেন। অভিযোগকারীর বর্ণনা অনুযায়ী ৪জনের রেজিস্ট্রেশন ঢাকা হজ কাফেলায় প্রদান করা হয়েছিল। ব্রাইট ট্রাভেলস এর মালিক রেজাউল করিম উজ্জল এদের ৩জনকে তাদেঁর অনুমতি ছাড়া রিপ্লেস করায় হজে যেতে পারেননি। হজযাত্রীদের ২৫/০৮/২০১৭ তারিখে নিশ্চিত ফ্লাইটের আশ্বাস দিয়ে প্রতারণা করেছেন। জনাব রেজাউল করিম উজ্জলকে তদন্ত কমিটির শুনানিতে উপস্থিত থাকার জন্য নোটিস করা হলেও তিনি উপস্থিত হননি। নোটিস জি ই পি যোগে প্রেরণ করা হয়েছে এবং আইটি কল সেন্টার থেকেও তদন্তে উপস্থিত থাকার জন্য অবহিত করা হয়েছে। সর্বশেষ তারিখে তাঁর ম্যানেজার হাতেহাতে নোটিস গ্রহণ করেছন। তারপরেও তিনি শুনানিতে উপস্থিত হননি। ঢাকা হজ কাফেলার বক্তব্য অনুযায়ী জনাব রেজাউল করিম উজ্জল সৌদি আরবে হাজী প্রতি ৫০০ রিয়েল মোয়াল্লেম ফি পরিশোধ না করে বাংলাদেশে চলে আসেন। সার্বিক বিবেচনায় অভিযোগটি প্রমাণিত।	(ক) ঢাকা হজ কাফেলা ট্রাভেলস এন্ড ট্যুরস (হ.লা-০৭৩২) কর্তৃক জনাব রেজাউল করিম উজ্জলকে তার **লাইসেন্সের পাসওয়ার্ড, চেক বই, হস্তান্তর করে মৌখিকভাবে তাঁর লাইসেন্স পরিচালনার অনুমতি প্রদান করায়** হজ নীতি মালা ২০১৭ এর ২৩ অনুযায়ী এ এজেন্সির জামানত বাজেয়াপ্তসহ লাইসেন্স বাতিল করা হলো। **(খ)** ব্রাইট ট্রাভেলস (হ.লা-০০৪২) এর **লাইসেন্স স্থায়ীভাবে বাতিল এবং ১০লক্ষ টাকা জরিমানা করা হলো।** (গ) ব্রাইট ট্রাভেলস (হ.লা-০০৪২) এর মালিক রেজাউল করিম উজ্জলকে ৩জন হাজীর কাছ থেকে গৃহীত টাকা অনতিবিলম্বে ফেরত প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো। (ঘ) হজযাত্রীদের সাথে প্রতারণার দায়ে রেজাউল করিম উজ্জল এর বিরুদ্ধে

ক্র.নং	লাইসেন্স নম্বর	এজেন্সীর নাম ঠিকানা	মন্ত্রণালয়ের গঠিত কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা	মতামত/সুপারিশ বা প্রদত্ত শাস্তি
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
				ফৌজদারী মামলা দায়ের করার জন্য অভিযোগকারীগণকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।
৪.	৪৮	Columbia Travels International, Mahtab Centre (9th Floor), 177 Shahid Syed Nazrul Islam Sarani, Bijoy Nagar, Dhaka-1000.	অভিযোগটি প্রমাণিত। অভিযুক্ত এজেন্সির মালিক জনাব মো. মজিবুর রহমান হাজীদের সঙ্গে সৌদি আরব গমন করেননি। দায়িত্ব পালন করেছেন মোনাজেম জনাব আমিনুল ইসলাম বেলালি, তিনি যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করেননি।	জনাব আমিনুল ইসলাম বেলালিকে মোনাজেম এর দায়িত্ব থেকে অব্যহতি প্রদান করার জন্য এজেন্সি মালিক-কে নির্দেশ প্রদান করা হলো এবং অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় এ এজেন্সিকে ১০ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হলো।
৫.	১২৯	Shanjid Travels International, 6/Kha, 1/25, Chan Mansion, Senpara, Mirpur-10, No. (Golchakkor), Dhaka-1216.	গ্রুপ লিডার জনাব মো. শফিকুল ইসলাম ২৪/০৮/২০১৭ তারিখে এজেন্সির বিরুদ্ধে এবং এজেন্সির মালিক জনাব মো. শামসুল আলম ২৫/০৮/২০১৭ তারিখে গ্রুপ লিডার জনাব শফিকুল ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। শফিকুল ইসলামের অভিযোগ ছিল তার ৩৯জন হাজীর মধ্যে ৩৩জনের ভিসা হয়েছে কিন্তু টিকিট দিচ্ছে না। এজেন্সির মালিক তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন শফিকুল ইসলামের নিকট ৩২জন হাজীর ৩লক্ষ ২০হাজার টাকা করে ১,০২,৪০,০০০/= টাকা পাওনা ছিল। তার মধ্যে ৪৬ লক্ষ ৪০হাজার টাকা পরিশোধ করেননি। গ্রুপ লিডার টাকা পরিশোধ না করায় বিমানের টিকিট সংগ্রহ করতে পারছেন না। অভিযোগকারী তার দাবীকৃত ৩৩জন হাজীর হজে না যাওয়ার বিষয়টি প্রমাণের জন্য চেষ্টা করেননি। তাকে নোটিশ করার পরেও তিনি তদন্তে উপস্থিত হননি। তার সাথে ফোনে কথা বলে তদন্তে হাজির হওয়ার জন্য সচিবালয়ে প্রবেশের গেট পাশ ইস্যু করার পরেও তিনি তদন্তে উপস্থিত হননি। এর পরে ৯১৫২২৩১ নম্বর থেকে ফোন করলে তিনি জানান জনাব খালেক তালুক দারের ২লক্ষ টাকা ফেরত দিবেন। অভিযোগকারী জনাব মাহাতাব উদ্দিন তার সঙ্গে হজে যাবেন। তদন্তের সময় এজেন্সির মালিক উপস্থিত থাকলেও গ্রুপ লিডারেক তার অভিযোগ প্রমাণের জন্য মোবাইলে একাধিকবার ফোন করার পরও তিনি অভিযোগ প্রমাণের জন্য সচেষ্ট হননি। এজেন্সির মালিকের দাবী তার মৌখিক অনুরোধে তিনি ৩জন হাজীকে রিপ্লেস করেছেন। সার্বিক পর্যালোচনায় প্রতিয়মাণ হয়েছে, অভিযোগকারী গ্রুপ লিডার জনাব শফিকুল ইসলাম এবং এজেন্সির মালিক জনাব শামসুল আলম এর মধ্যে আর্থিক লেনদেনের বিরোধকে কেন্দ্র করে এ অভিযোগের সৃষ্টি হয়েছে। তারা পরস্পপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে দায় মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করেছেন। বিষয়টি তদন্ত কমিটির কাছে অনেটা যোগসাজসি বলে প্রতিয়মাণ হয়েছে। তদন্তের সময় অভিযোগকারীর কর্তব্য ছিল সকল প্রমানসহ তদন্ত কমিটিকে সহায়তা করা। এজেন্সি মালিকের কর্তব্য ছিল তার দাবীকৃত ৪৬ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা আদায়ের জন্য কোন প্রকার আইনগত উদ্যোগ গ্রহণ করেছেনে এ ধরনের প্রমান উপস্থাপন করা। অধিকন্তু তিনি জনাব আব্দুল খালেক তালুকদার জনাব মাহাতাব উদ্দিন মৃর্ধা এবং খবিরন নেছাকে তাদের অনুমতি ছাড়া রিপ্লেস করেছেন।	**(ক) সানজীদ ট্রাভেলস ইন্টারন্যাশনাল (হ.লা-০১২৯) বাতিল করা যেতে পারে এবং ১০ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হলো।** **(খ) গ্রুপ লিডার জনাব মো. শফিকুল ইসলামকে হজযাত্রীদের সঙ্গে প্রতারণামূলক কাজের দায়ে ভবিষ্যতে হজ সংক্রান্ত কোন কাজে নিয়োজিত না করার জন্য হাবকে অনুরোধ করা হলো।**
৬.	১৮৮	Orion air service, sena kalyan bhaban, suit # 102, (g.f), 195, motijheel, c/a. Dhaka-1000	সার্বিক পর্যালোচনায় অভিযোগটি প্রমানিত। এজেন্সি মালিক, জনাব শাকিল আহমেদ এবং গ্রুপ লিডার জনাব হাফিজুর রহমান মল্লিক প্রতারণা করে হজযাত্রীদের নিকট থেকে টাকা গ্রহণ করেছেন। অভিযোগ দায়েরের পর তিনি সমঝোতা করেছেন। তার সদিচ্ছা থাকলে হজের আগেই কথা বলে তাদের টাকা ফেরত দিতে পারতেন। প্রতারণার জন্য এজেন্সি মালিক এবং গ্রুপ লিডার উভয়ে দায়ী।	**(ক) ওরিয়ন এয়ার সার্ভিসের (লা:ন:- ০১৮৮) লাইসেন্স বাতিল এবং মালিক, জনাব শাকিল আহমেদকে ২০ লক্ষ টাকা জরিমানা করা যেতে পারে।** **(খ) গ্রুপ লিডার জনাব হাফিজুর রহমান মল্লিক এর সাথে ভবিষ্যতে হজ সংক্রান্ত কোন প্রকার লেনদেন, হজযাত্রী সংগ্রহ বা অন্য কোন ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য হাবকে অনুরোধ করা যেতে পারে।**
৭.	২২৭	Keranigonj Travels Service, 27/11/3/A, Topkhana Road, Purana Paltan, (Near Hotel Pritom) Dhaka-1000.	অভিযোগকারীরা টাকা জমা দিয়েছেলেন ম্যাক্সিম গ্রুপের স্বত্বাধিকারী জনাব কাজী মো: সানা উল্লাহ'র মাধ্যমে। জনাব সানা উল্লাহ তদন্তের সময় হাজীর হননি। তিনি বর্তমানে সৌদি আরবে অবস্থান করছেন। তার ম্যানেজারের মোবাইল নম্বর ০১৭৩৮৩২৩৮১৯ এর মাধ্যমে তার সাথে সৌদি আরবের মোবাইল নম্বর ০৯৬৬৫০১৬৮২৪৯৭ এ কথা বলা হয়। তিনি জানান কেরানিগঞ্জ ট্রাভেলস সম্পূর্ণ টাকা নিয়েই তার ১৬জন হাজীকে রিপ্লেস করেছে। অন্যদিকে কেরানিগঞ্জ ট্রাভেলস এর স্বত্বাধিকারী জনাব আবুল হোসেন মো. ইদ্রিস জানান, তিনি জনাব কাজী মো: সানা উল্লাহ'র উপস্থিতিতে রাজনৈতিক চাপে ৭জন হাজীকে রিপ্লেস করেছেন। ম্যাক্সিম গ্রুপের ম্যানেজারের বক্তব্য অনুযায়ী তাদের ১৬জন হাজীর বিপরীতে ৪৪,৬৫,৩৩০ টাকা জনাব আবুল হোসেন মো. ইদ্রিস এবং তার ছেলের হিসাবে জমা প্রদান করেছেন। জনাব আবুল হোসেন মো. ইদ্রিস স্বত্বাধিকারী কেরানিগঞ্জ ট্রাভেলস জানান, পাওনা টাকার জন্য জনাব কাজী মো. সানা উল্লাহ, পিতা: কাজী আব্দুল গাফ্ফার, মোসাম্মৎ খাদিজা, স্বামী: কাজি সানাউল্লাহ এবং জনাব মো. জায়েদ হোসেন, পিতা: মা[ওলানা ইউসুফকে বিবাদি করে বিজ্ঞ মুখ্য মহানগর হাকীম আদালতে মামলা (৩১৯/২০১৭) মামলা দায়ের করেছেন। অন্য দিকে হাজী প্রেরণ না করায় ম্যাক্সিম গ্রুপ ট্রাভেল এর পক্ষ থেকে ০২/১১/২০১৭ তারিখে জনাব আবুল হোসেন ইদ্রিস মালিক কেরানিগঞ্জ ট্রাভেলস এবং জনাব মো. নিয়ামত উল্লাহ, পিতা: জনাব আবুল হোসেন ইদ্রিস, মালিক এ, আর ওয়েভ ট্রাভেলস এর বিরুদ্ধে ১৬জন হজযাত্রীর টাকা নিয়ে হজে না পাঠানোর দায়ে বিজ্ঞ মুখ্য মহানগর হাকিম আদালতে মামলা (৭৬৩/২০১৭) দায়ের করেছেন। সার্বিক পর্যালোচনা দেখা যায় দি ম্যাক্সিম ট্রাভেলস এবং কেরানিগঞ্জ হজ ট্যাভেলস এর আর্থিক লেনদেনের বিরোধের জের ধরে ১৬জন হাজীকে রিপ্লেস করা হয়। তাদের মধ্যে অভিযোগকারীর অভিযোগে ৯জনের বিবরণ রয়েছে। কেরানিগঞ্জ ট্রাভেলস এর দাবী অনুযায়ী জনাব কাজী মো: সানা উল্লাহ'র উপস্থিতিতে রাজনৈতিক চাপে ৭জন হাজীকে রিপ্লেস করা হয়। রিপ্লেস করার পূর্বে সংশ্লিষ্ট হাজীদের অনুমতি গ্রহণ করা হয়নি। দুই এজেন্সির আর্থিক বিরোধের জের ধরে হাজীদের অনুমতি ব্যাতিত তাদেরকে রিপ্লেস করা হয়েছে। উভয় এজেন্সি এর জন্য দায়ী। এধরনের অপরাধের জন্য গত বছর দি ম্যাক্সিম ট্যাভেলসকে কালো তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এ বছরও এ প্রতিষ্ঠানটি গুরুতর অনিয়ম করেছে।	**(ক) দি ম্যাক্সিম ট্যাভেলস (হ.লা-১২৬৫) এই লাইসেন্সটি ২০১৭ সালের জন্য কালো তালিকাভুক্ত থাকা অবস্থায় পুনরায় একই ধরনের অপরাধ করায় এ লাইসেন্সটি স্থায়ীভাবে বাতিল ও জামানত বাজেয়াপ্ত করা হলো।** **(খ) হজযাত্রীদের অনুমতি ছাড়া রিপ্লেস করার কারণে কেরানিগঞ্জ ট্রাভেলস সার্ভিসের লাইসেন্স বাতিল করা হলো। উভয় এজেন্সির মালিককে হাবের মধ্যস্থতায় আর্থিক বিরোধ নিস্পত্তি করে ১মাসের মধ্যে হাজীদের পাওনা পরিশোধের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।** **(গ) দি ম্যাক্সিম ট্যাভেলস (হ.লা-১২৬৫) এবং কেরানিগঞ্জ ট্রাভেলস সার্ভিসকে ১৫লক্ষ টাকা করে মোট ৩০লক্ষ টাকা জরিমানা করা হলো।**
৮.	২৩৩	M/S. Al-Safa Air Travels, 92/3, Madina Mansion,	১৬জন অভিযোগকারী হজে যেতে না পারার অভিযোগটি প্রমাণিত। তদন্তের সময় জানা যায় এই সকল অভিযোগকারী হজযাত্রীর নিকট থেকে সাউথ এশিয়ান ট্রাভেলস এর মালিক জনাব সালেহ আকবর ৩লক্ষ টাকা করে নিয়েছেন। তিনি তদন্তের সময় স্বীকার করেছেন তাদের জন্য টিকেটের ব্যবস্থা করতে পারেননি। হজ থেকে ফেরত এসে অভিযোগকারীদের সাথে একটি সমঝোতা করেন। সমঝোতাতে উল্লেখ ছিল ০৩/০১/২০১৮ তারিখে তাদের টাকা ফেরত দিবেন এবং তাদের ২০১৮ সালে হজে যাওয়ার জন্য প্রাক্-নিবন্ধন করে দিবেন। ০৪-০৩-২০১৮ তারিখে ফোন (০১৭১৪৬০৬০৫৪) আলাপ করে জানা যায় তারা এখনও টাকা ফেরত পাননি এবং তাদের প্রি-রেজিস্ট্রেশন এর কোন	**(ক) সাউথ এশিয়ান ট্রাভেলস (১২২৩) এবং এবং আল-সাফা ট্রাভেলস(০২৩৩) এজেন্সির লাইসেন্স স্থায়ীভাবে বাতিল এবং উভয় এজেন্সিকে ৫০ লক্ষ টাকা করে জরিমানা করা হলো।** **(খ) আদেশ জারীর দিন হতে ১৫ দিনের মধ্যে অভিযোগকারী হাজীদের পাওনা**

ক্র.নং	লাইসেন্স নম্বর	এজেন্সীর নাম ঠিকানা	মন্ত্রণালয়ের গঠিত কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা	মতামত/সুপারিশ বা প্রদত্ত শাস্তি
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
		Teri Bazar, Andarkilla, Chittagong.	ব্যবস্থা করা হয়নি। হজযাত্রীগণ এ বছর নিজে ২০১৮ সালে হজে যাওয়ার জন্য সরকারিভাবে প্রাক্-নিবন্ধন করেছেন। পরিচালক হজ বরাবর দাখিলকৃত আরেকটি অভিযোগে বর্ণিত হাজীদের সঙ্গে আলাপ করে জানা যায়, অভিযোগকারীরা শেষ পর্যন্ত হজ পালন করেছেন। কিন্তু সৌদি আরবে তাদের নিকট থেকে মোয়াল্লেম ফি বাবাদ অতিরিক্ত ৫০০ রিয়েল করে নিয়েছেন। সাউথ এশিয়ানের মালিক কর্তৃক এই গৃহীত টাকা ফেরত দেওয়ার কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত ফেরত দেয়নি। অভিযোগকারীগণ প্রি. রেজিস্ট্রেশন করেছিলেন সাউথ এশিয়ান ট্রাভেলস এর নামে পরে তারা নিবন্ধিত হয় আল সাফা এয়ার ট্রাভেলস এর নামে। আল সাফার প্রতিনিধি জানান হাজী সাহেবরা লেনদেন করেছেন সাউথ এশিয়ান ট্রাভেলস এর মালিক সালেহ আকবরের সাথে। সৌদি আরবে মোয়াল্লেম ফি বাবদ এখও ২০হাজার রিয়েল পাবেন। সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায় অভিযোগকারীগণ সাউথ এশিয়ানের মাধ্যমে প্রাক্-নিবন্ধিত হলেও এরা পরবর্তীতে আল-সাফার হজযাত্রী হিসেবে নিবন্ধিত হয়। কিন্তু আল-সাফাকে এ ১৬ জন হাজী জন্য কোন টাকা প্রদান করেননি। সাউথ এশিয়ানের মালিক জনাব সালেহ আকবর ব্যক্তিগত সমস্যার কথা উল্লেখ করে ১৬জন হাজীর টিকিট সংগ্রহ করেননি। যার ফলে ১৬জন হজযাত্রী ২০১৭ সালে হজে গমন করতে পারেননি। সার্বিক পর্যালোচনায় ১৬জন হজযাত্রী হজে যেতে না পারার জন্য সাউথ এশিয়ান ট্রাভেলস-(১২২৩) এবং আল-সাফা এয়ার ট্রাভেলস দায়ী। লিড এজেন্সি এবং হজযাত্রীদের নিবন্ধনকারী হিসেবে আল-সাফা এয়ার ট্রাভেলস (০২৩৩) দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। তার উচিত ছিল হজযাত্রী নিবন্ধনের সঙ্গে সঙ্গে সাউথ এশিয়ানের নিকট থেকে হজযাত্রীদের সকল পাওনা বুঝে নেওয়া। রেকর্ড মোতাবেক এই ১৬জন হাজী আল-সাফা এয়ার ট্যাভেলস এর। হজে যাওয়ার পূর্বে এই ১৬জন হাজীর টাকা সাউথ এশিয়ানের মালিকের নিকট থেকে পাওয়া না গেলে সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রণালয় এবং হাবকে অবহিত করা। তদন্ত কমিটির কাছে প্রতিয়মাণ হয়েছে এই দুই এজেন্সির যোগসাজসির কারনে ১৬জন হজযাত্রী হজে যেতে পারেননি।	**টাকা পরিশোধের জন্য সাউথ এশিয়ানের মালিক-কে নির্দেশ প্রদান করা হলো। যথাসময়ে হাজীদের প্রাপ্য পরিশোধ না করলে তার বিরুদ্ধে ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলা দায়ের করার জন্য অভিযোগকারীদের পরামর্শ প্রদান করা হলো।**
৯.	২৫৯	Assurance Air Service, 116, Novapolton, Jaman Manson (2nd Floor), Box Culbat Road, Dhaka-1000.	(ক) অভিযোগকারী হাজীগণ গ্রুপ লিডার জনাব হাফেজ শরীফ, পিতা: ইয়াদ আলি, নিউ সাইকেল স্টোর, ডাক বাংলা মোড়, যশোর রোড, খুলনা, (০১৯৫৩৩৫৯৭৭৫) এর মাধ্যমে ২০১৬ সালে হজে যাওয়ার জন্য টাকা জমা প্রদান করেন। ইব্রাহিম ট্রাভেলস (হ.লা-০৮৩২) এ তাদের প্রাক-নিবন্ধন হয়। ২০১৬ সালে অভিযোগকারীগণ হজে যেতে না পারায় তাদেরকে এয়ার এসিউরেন্স সার্ভিসে ট্রান্সফার করে ২০১৭ সালের জন্য নিবন্ধন করা হয়। অভিযোগকারীগণ প্রি-রেজিস্টেশন ব্যতিত ২,২৫,০০০/= টাকা করে ৪,৫০,০০০/= টাকা প্রদান করেন। গ্রুপ লিডার এ টাকা আদায় করেন ৩য় অন্য একটি এজেন্সি মুনিরা ট্রাভেলস এন্ড ট্যুরস (হ.লা-২৮৫২) এর মানি রিসিটের মাধ্যমে। গ্রুপ লিডার এর বক্তব্য অনুযায়ী প্রতিশ্রুতি মতে ২জন হজযাত্রী ৭০,০০০/= টাকা প্রদান না করায় তাদেরকে রিপ্লেস করা হয়। এসিউরেন্স এয়ার সার্ভিস মালিকের বক্তব্য অনুযায়ী তিনি সম্পুর্ণ টাকা না পাওয়ায় গ্রুপ লিডারের লিখিত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে অভিযোগকারী হাজীদের রিপ্লেস করেছেন। তিনি ২০১৭ সালের ২০জন হাজীর অনুকুলে এখনও গ্রুপ লিডার জনাব হাফেজ শরীফের নিকট ৫লক্ষ টাকা পাবেন। রিপ্লেস করার সময় হজযাত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেননি। (খ) ২০১৭ সালে হজে যেতে না পারায় অভিযোগকারীগণ তদন্তকালিন সময়ে স্থানীয়ভাবে সালিসের মাধ্যমে গ্রুপ লিডারের নিকট থেকে ৫লক্ষ টাকার চেক গ্রহণ করেন। সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায় হাজীদের অনুমতি না নিয়ে এসিউরেন্স এয়ার সার্ভিস (হ.লা-০২৫৯) এবং গ্রুপ লিডারের যোগসাজসে অভিযোগকারী হাজীদের রিপ্লেস করেছে। রিপ্লেস করার সময় তার এজেন্সিতে নিবন্ধিত হজযাত্রীদের অবহিত করা হয়নি। এজেন্সি মালিক গ্রুপ লিডারের পরামর্শ কিংবা আবেদনের প্রেক্ষিতে কোন হাজীকে না জানিয়ে রিপ্লেস করতে পারেন না। এটি হজ নীতি মালা২০১৭ অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এমতাবস্থায়	(ক) হাজীকে না জানিয়ে রিপ্লেস করার জন্য এসিউরেন্স এয়ার সার্ভিস (হ.লা-০২৫৯) এর লাইসেন্স বাতিল এবং ১০ (দশ) লক্ষ টাকা জরিমানা করা হলো। (খ) নিবন্ধন বাতিলের অভিযোগের সাথে ইব্রাহিম ট্রাভেলস (হ.লা-০৮৩২) এর কোন সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায়নি। এ এজেন্সিকে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো। (গ) জনাব হাফেজ শরীফ, পিতা: ইয়াদ আলি, নিউ সাইকেল স্টোর, ডাক বাংলা মোড়, যশোর রোড, খুলনা, (০১৯৫৩৩৫৯৭৭৫)২০১৫ সালে অভিযোগকারীদের নিকট থেকে টাকা নিয়ে ২০১৭ সাল পর্যন্ত হজযাত্রীদের হজে প্রেরণের ব্যবস্থা না করে প্রতারণা করেছেন। তিনি অভিযোগকারী হাজীদের প্রাক্-নিবন্ধন করেছেন ইব্রাহিম ট্রাভেলস এর মাধ্যমে, নিবন্ধন করেছেন এসিউরেন্স এয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে এবং টাকা আদায় করেছেন মুনিরা ট্রাভেলস্ এন্ড ট্যুরস্ এর মানি রিসিটের মাধ্যমে। আদায়কৃত টাকাও তিনি যথাসময়ে নিবন্ধকারী এজেন্সির নিকট জমা প্রদান করেননি। তদন্তকালীন সময়ে চাপে পরে অভিযোগকারীদের ৫ লক্ষ টাকার চেক প্রদান করেছেন। এ ধরনের প্রতারণামুলক আচরনের জন্য তার বিরুদ্ধে স্থানীয় থানায় ফৌজদারী মামলা দায়েরের জন্য অভিযোগকারীগণকে নির্দেশনা প্রদান করা হলো। ভবিষ্যতে যেন হজ সংক্রান্ত কোন কাজে জড়িত না হতে পারে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্টদেরকে অনুরোধ করা হলো।
১০.	৩০১	At-Tyaara Travels International, Stadium Supper Market (1st Floor), Airport Road, Rajshahi-6203	০৫/০৬/২০১৭ তারিখে একজন হজ গমণে ইচ্ছুক মারা যাওয়ার পর তার ছেলে টাকা ফেরত চাইলে এজেন্সির মালিক যথাসময়ে টাকা ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করেননি। তদন্তের তারিখ (২১/১২/২০১৭) ধার্য হওয়ার পরে তদন্ত চলাকালিন ২৫/১২/২০১৭ তারিখ এজেন্সির মালিক অভিযোগকারীকে টাকাসহ পাসপোর্ট ফেরত দেন।	বিলম্বে টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য এজেন্সির মালিক কে তিরস্কার এবং ০৫ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হলো।
১১.	৩৪২	Asa Aviation, 14, Purana Paltan, Darul Salam Arket (level-6), Ext Room-10, Dhaka.	অভিযোগকারী জনাব খোরশেদ আলম স্বত্বাধিকারী কে. আলম ট্রাভেলস অভিযোগ করার সময় তার এজেন্সির মালিকানার পরিচয় প্রদান করেননি। তদন্তের সময় জানা যায় ২০১৬ সালে তার লাইসেন্সটি কালো তালিকাভুক্ত হওয়ায় তিনি ২০১৭ সালে আশা এভিয়েশনের মাধ্যমে ৮৫জন হাজী প্রেরণের কার্যক্রম গ্রহণ করেন। আশা এভিয়েশন এবং তার মধ্যে লেনদেনের হিসাবে গরমিল হওয়ায় ৬জন নিরহ হজ গমনেচ্ছু ব্যাক্তি ২০১৭ সালে ভিসা হওয়া সত্ত্বেও হজে গমন করতে পারেননি। হজের পরে উভইয়ে তাদের লেনদেনের বিষয়টি নিস্পত্তি করেছেন এবং ২০১৭ সালে হজে যেতে না পারা ৬জন হাজীকে আশা এভিয়েশনের মাধ্যমে পুনরায় প্রি. রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। ২০১৭ সালে অভিযোগে বর্ণিত ৬জন হাজী হজে যেতে না পারার জন্য উভয় এজেন্সি দায়ী। এই ২টি লাইসেন্সের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। আশা এভিয়েশনের প্রকৃত মালিক হচ্ছে নুর মোহাম্মদ, মোবাইল- ০১৭৫৯১৯৮৩০৫, এ বছর তিনি লাইসেন্স পরিচালনা করেননি। তদন্তের সময় জানা যায় লাইসেন্সটি বিক্রয় করার জন্য জনাব রেজাউল করিম এর নিকট থেকে ১৯ লক্ষ টাকা নিয়েছেন।	(ক) কে. আলম ট্রাভেলস ২০১৬ সালে কালো তালিকাভুক্ত হওয়ার পরও ২০১৭ সালে একই ধরনের অপরাধ করায় তার লাইসেন্সটি স্থায়ীভাবে বাতিল করা হলো। (খ) আশা এভিয়েশন, হ.লা-০৩৪২ প্রকৃত মালিকের হাতে না থাকায় এবং এই লাইসেন্সে নিবন্ধনকৃত ৬জন হজযাত্রীকে ভিসা হওয়া সত্ত্বেও হজে প্রেরণে ব্যার্থ হওয়ায় এই লাইসেন্সটিও স্থায়ীভাবে বাতিল করা হলো। (গ) উভয় এজেন্সিকে ১০লক্ষ টাকা করে ২০ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হলো।

ক্র.নং	লাইসেন্স নম্বর	এজেন্সীর নাম ঠিকানা	মন্ত্রণালয়ের গঠিত কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা	মতামত/সুপারিশ বা প্রদত্ত শাস্তি
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
			অভিযোগকারী এক জন সহজ সরল ব্যক্তি। তিনি সরল বিশ্বাসে ০৫/০১/২০১৭ তারিখে কে. আলম ট্রাভেলস এন্ড ট্যুরস এজেন্সির প্রতিনিধিকে হজের জন্য ২লক্ষ টাকা প্রদান করেন। তাকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তার কাছে অতিরিক্ত কোন টাকা দাবি করা হবে না। কিন্তু তাকে নিজের টিকিট কিনে হজে যেতে হয়েছে। হজ মিশন থেকে ২০০ রিয়েল প্রদান করে তার সাময়িকভাবে খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মদিনা শরীফে ৮দিনের পরিবর্তে ৪দিন রেখে ১০০রিয়েল অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করা হয়েছে। তদন্তের তারিখ পূর্বে অবহিত হওয়া সত্ত্বেও অভিযুক্ত এজেন্সির পক্ষে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কেউ উপস্থিত ছিলেন না। এধরনের আচরণ গ্রহণযোগ্য নয়। কে. আলম ট্রাভেলস এর প্রোপাইটার এই হজযাত্রীকে ২০হাজার টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি প্রদান করলেও ০১৭১৬৮১৯৪৯০ এই নম্বরে হাজীর সঙ্গে ফোন কথা বলে জানা যায় ০৪/০২/২০১৮ তারিখ পর্যন্ত এই টাকা পরিশোধ করা হয়নি। তদন্তের সময় আরো জানা যায় হাজীর কাছ থেকে গ্রহণকারী এনামুল ও মামুনুল রসিদ প্রকৃতপক্ষে কে. আলম ট্রাভেলস এর গ্রুপ লিডার হিসেবে চুক্তি করে হজের টাকা আদায় করেছেন।	(ঘ) সহজ সরল হজযাত্রীর সঙ্গে এধরনের আচরণ করায় এজেন্সির দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি শেখ রেজাউল করিম এবং কে. আলম ট্রাভেলস এন্ড ট্যুরস এর মালিক জনাব খোরশেদ আলমকে ০২লক্ষ টাকা করে জরিমানা করা হলো এবং হাজীর দাবীকৃত ২০ হাজার টাকা পরিশোধ করার জন্য জনাব খোরশেদ আলমকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।
১২.	৩৬৩	Air King Travel & Tours, S.A. Bahban (2nd Floor), 115/23, Motijheel Circular Road, Arambagh, Dhaka-1206.	**অভিযোগটি প্রমাণিত।** ৪,১০,০০০/=(চার লক্ষ ১০ হাজার) টাকার প্যাকেজেটির মূল্য সরকারি A প্যাকেজের মূল্যের চাইতে বেশি। অভিযোগকারী সম্মানিত হাজীদের সঙ্গে চুক্তি মোতাবেক সেবা প্রদান করা হয়নি।	অভিযুক্ত এজেন্সিকে সতর্ক করাসহ **১০ (দশ)** লক্ষ টাকা জরিমানা করা যেতে পারে।
১৩.	৫৬২	Golden travels & cargo services, 159/c, tajgaon industrial area, dhaka.	প্রচন্ড শীতের মধ্যে অভিযোগকারীরা রাজশাহী থেকে এসে শুনানিতে উপস্থিত ছিলেন কিন্তু অভিযুক্ত এজেন্সির মোনাজেম এবং গ্রুপ লিডার কেউ উপস্থিত ছিলেন না। ০৫/০২/২০১৮ তারিখ ০৬.২৪ মিনিটে হাবের এজেন্সির তালিকা থেকে গোল্ডেন ট্রাভেলস এন্ড কার্গো এর মালিক জনাব আব্দুল কাদের এর মোবাইল নং-০১৭১১১৮১৬৩৯ নম্বর সংগ্রহ করে কথা বলা হয়। তিনি জানান লাইসেন্সটি এখন তার নিয়ন্ত্রণে নেই। বহু আগে জনৈক আইনাল হকের নিকট বিক্রি করে দিয়েছেন। অভিযোগে উল্লেখিত জনাব মইনুল ইসলামের মোবাইল ০১৭১৩৭২৭৫১২ এ ৬.৩৫ মিনিটে ফোন করলে তিনি জানান আইনাল হক বর্তমানে সৌদি আরবে অবস্থান করছেন। তিনি তাকে এই লাইসেন্সটি পরিচালনা করার জন্য ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। তদন্ত কমিটির নিকট দৃঢ়ভাবে প্রতিয়মাণ হয়েছে যে, এই লাইসেন্সটি বর্তমানে মালিকের নিয়ন্ত্রণে নেই। এজেন্সি মালিকের দাবী অনুযায়ী যার নিকট লাইসেন্সটি বিক্রয় করা হয়েছে তিনিও দেশে থাকেন না। এই লাইসেন্সটি ব্যবহার করে জনাব মইনুল ইসলাম এবং হাজী মো. আশরাফ হজ গমনেচ্ছুদের সঙ্গে প্রতারণা করে আসছেন।	**(ক) গোল্ডেন ট্রাভেলস এন্ড কার্গো সার্ভিস (হজ লাইসেন্স নং-০৫৬২) লাইসেন্সটি বাতিলসহ জামানাত বাজেয়াপ্ত করা হলো।** **(খ) জনাব মইনুল ইসলাম, জনাব হাজী মো. আশরাফ, জনাব আব্দুল কাদের এবং আইনাল হকের বিরুদ্ধে এধরনের অন্যায় কাজের জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অভিযোগকারীগণকে অনুরোধ করা হলো।**
১৪.	৫৬৬	Bushra Travels & Tours, 28/2, Toynbee Circular Road, Malek Tower (GF), Motijheel, Dhaka.	অভিযুক্ত এজেন্সি বুসরা ট্রাভেলস এন্ড ট্যুরস (লাইসেন্স নম্বর-৫৬৬) বেগম মালিক লায়লা পারভীনের পক্ষে জনাব মো: আব্দুল বাসার জানান, তিনি বেগম লায়লা পারভীন, প্রো: বুসরা ট্রাভেলস এর সঙ্গে জনাব মো: হাসেম প্রো: মনির ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস (১০৪৯) এর লিয়াজো করে দেন। অভিযোগকারী মূলত জনাব মো: হাসেমের হাজী ছিলেন। তিনি যখন জানতে পারেন জনাব আবুল হাশেম অভিযোগকারীকে হজে প্রেরণ করতে পারেননি সঙ্গে সঙ্গে তার সাথে যোগাযোগ করেন। তাকে নভেম্বর মাসে অভিযোগকারীর অফিস সোনালী ব্যাংকে নিয়ে যান। জনাব আবুল হাসেম দোষ স্বীকার করেন এবং ক্ষমা চান। অভিযোগকারীকে ২০১৮ সালে হজে প্রেরণের মুচলেকা প্রদান করে ক্ষমা চান। অভিযোগকারীকে ০৮/০৮/২০১৮ তারিখ উল্লেখ করে ৬,০০,০০০/=(ছয় লক্ষ) টাকার চেক প্রদান করা হয়। জনাব আবুল হাসেম মিমাংসার সময় বলেছেন অভিযোগকারীকে প্রি-রেজিস্ট্রেশন করাবেন এবং রিপ্লেস করে ২০১৮ সালে হজে নিয়ে যাবেন। তিনি এই জন্য ৬,০০,০০০/- টাকার অতিরিক্ত ৬০,০০০/- টাকা ক্ষতি পূরণের আশ্বাস প্রদান করেন। এর প্রেক্ষিতে অভিযোগকারী জনাব আব্দুল কুদ্দুস এবং তার স্ত্রীকে প্রাক-নিবন্ধন করা হয়েছে এবং রিপ্লেস করে ২০১৮ সালে হজে পাঠানো হবে। ১১/০১/২০১৮ তারিখে শুনানিতে জনাব মোঃ আবুল হাসেম প্রো: মুনির ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস জানান, বুসরা ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস (৫৬৬) এর মাধ্যমে জনাব মো: আব্দুল কুদ্দুস এবং তাঁর স্ত্রীকে হজে প্রেরণ করার জন্য ৩,০০,০০০/- টাকা করে ৬,০০,০০০ টাকা গ্রহণ করেছেন। তার প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজারের অবহেলা এবং তার অদক্ষতার কারণে তাদেরকে হজে প্রেরণ করতে পারেননি। এ বছর অভিযোগকারী হাজিদের প্রি রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। তাদেরকে মিমাংসার জন্য ৬,০০,০০০/- টাকার চেক দিয়েছেন। অভিযোগকারী তাদের এজেন্সির মাধ্যমে হজে যেতে না চাইলে তার প্রি রেজিস্ট্রেশন বাতিল করে সরকারিভবে প্রি-রেজিস্ট্রেশন করে দিবেন। তিনি এ বছরের নিবন্ধনের পূর্বেই সব টাকা ফেরত প্রদান করবেন। হজের সময় তিনি হাজিদের রেখে মক্কায় চলে যান। তার ম্যানেজারের কারণে এ ত্রুটি হয়েছে। ম্যানেজারের বিরুদ্ধে এখনো কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।	হজ নীতিমালা-২০১৭ অনুযায়ী বুসরা ট্রাভেলস **এন্ড ট্যুরস** (লাইসেন্স নম্বর-৫৬৬), **মনির ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস** (লাইসেন্স নম্বর ১০৪৯) **এবং** কাশেম ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস (লাইসেন্স নম্বর-৮৭৩) **এর লাইসেন্স বাতিল এবং প্রত্যেক এজেন্সিকে ০৫ লক্ষ টাকা করে জরিমানা করা হলো।**
১৫.	৬৩৩	Al-Balad Overseas. 59/3, Purana Paltan, Saleha Manzil (4th floor), Paltan, Dhaka.	(ক) আল-বালাদ ওভারসীজ এবং সাইদ ইন্টার ন্যাশনাল উভয়ে যৌথভাবে ব্যবসা পরিচালনা করে সৌদি আরবে হজযাত্রী প্রেরন করেন। এ ধরনের অনিয়মের সঙ্গে উভয় এজেন্সি জড়িত। অভিযোগকারী আবু বকর সিদ্দিক এর অভিযোগটি প্রমাণিত। ১০জন হজ গমনেচ্ছু ২০১৭ সালে টাকা জমা প্রদান করার পরও হজে যেতে পারেননি। (খ) অভিযোগকারী ফেরদৌসি শহিদের অভিযোগটি প্রমাণিত। তার মা জাহানারা বেগম নিজে টিকিট ক্রয় করে হজে গমন করেছেন। ৩দিন ব্যতিত মক্কা মদিনায় আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়নি। সময়মত খাবার দেওয়া হয়নি। কোন গাইড প্রদান করা হয়নি। হজ গমন কালে এজেন্সি পলাতক ছিলেন। (গ) অভিযোগকারী জনাব হাবিবুল্লাহ'র অভিযোগটি প্রমাণিত। অভিযোগকারী তার মা-সহ ৫জন নিজে টিকিট করে হজে গমন করেছেন। মক্কা মদিনায় থাকা, খাওয়ার কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। মক্কা মদিনায় যাতায়াতের জন্য কোন যানবাহন এর ব্যবস্থা করা হয়নি অভিযোগকারী মোতালেব হাওলাদার হজের আগে অভিযোগ দায়ের করলেও শেষ পর্যন্ত হজে যেতে পেরেছেন। (ঘ) অভিযেগাকারী ও অভিযুক্ত এজেন্সির বক্তব্য গ্রহণ করার পর জনাব জামাল উদ্দিন কয়ালকে তার মোবাইল নং-০১৭২০৬৪৮৯১৩ এ বেলা ১১টায় ফোন করলে তিনি আধা ঘন্টার মধ্যে শুনানিতে উপস্থিত হবে বলে জানান। ৪.৩৮ পর্যন্ত শুনানিতে আসেননি। ৪.৫৭ টায় ০১৯১৩১৪৬১৩৯ নম্বর থেকে ফোন করা হলে, ফোন রিসিভ করে বলেন ডিবি অফিসে আছেন। এরপর তিনি আর শুনানিতে উপস্থিত হননি। তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে সাইদ এয়ার ইন্টার	**(ক)এ অভিযোগের দায়ে ১০ জন হজ গমনেচ্ছু ব্যক্তিকে তাদের প্রদত্ত টাকা ফেরত প্রদানের জন্য আল বালাদ ওভারসীজ এবং সাইদ এয়ার ইন্টারন্যাশনালের মালিককে নির্দেশ প্রদান করা হলো এবং ২০লক্ষ টাকা জরিমানা করা হলো।** **(খ) এ অভিযোগের দায়ে অভিযোগকারী ফেরদৌসি শহিদের মাকে টিকিট ক্রয় এবং মক্কা মদিনায় আবাসন ও খাবার বাবদ গৃহীত টাকা ফেরত প্রদানের জন্য আল বালাদ ওভারসীজ এবং সাইদ এয়ার ইন্টারন্যাশনালের মালিককে নির্দেশ প্রদান করা হলো এবং ৫লক্ষ টাকা জরিমানা করা হলো।** **(গ) এ অভিযোগের দায়ে ৫জন হাজীকে টিকিট ক্রয় এবং মক্কা মদিনায় আবাসন ও খাবার বাবদ গৃহীত টাকা ফেরত প্রদানের জন্য আল বালাদ ওভারসীজ**

ক্র.নং	লাইসেন্স নম্বর	এজেন্সীর নাম ঠিকানা	মন্ত্রণালয়ের গঠিত কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা	মতামত/সুপারিশ বা প্রদত্ত শাস্তি
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
			ন্যাশনাল এর মালিক জনাব আব্দুস সালাম গ্রুপ লিডার জামাল উদ্দিন কোয়াল এর বাড়িতে অনুষ্ঠান করে তাকে এজেন্সির প্রতিনিধি হিসেবে হজ গমনেচ্ছু ব্যক্তিদের পরিচয় করিয়ে দেন। যার সুত্র ধরে অভিযোগকারীগণ জামাল উদ্দিন কয়াল এর মাধ্যমে ২জন হজে যাওয়ার জন্য ৫,৪০,০০০/= টাকা প্রদান করেন। তদন্তের সময় আল বালাদের মালিক মাহবুব হোসেন জানান, তিনি এবং তার ভাই আব্দুস সালাম প্রোপাইটার সাইদ এয়ার ইন্টার ন্যাশনাল যৌথভাবে ব্যবসা পরিচালনা করে হজযাত্রী প্রেরণ করেন। অভিযোগকারীর রেজিস্ট্রেশন এবং ভিসা হয়েছিল আল-বালাদ এর অধীনে কিন্তু অভিযোগকারীরর স্ত্রীর প্রাক্-নিবন্ধন হয়েছিল সাইদ এয়ার ইন্টারন্যাশনালে। সার্বিক পর্যালোচনায় প্রতিয়মাণ হয়েছে গ্রুপ লিডারের সঙ্গে লেনদেনের বিরোধকে কেন্দ্র করে অভিযোগকারীকে হজে প্রেরণ করা হয়নি। অভিযোগকারী এবং তার স্ত্রী , স্বামী-স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও দুইজনকে দুই এজেন্সিতে প্রি-রেজিস্ট্রেশন করা হয়। জনাব মাহবুব হোসেন তার ভাই প্রো. সাইদ এয়ার ইন্টারন্যাশনাল এর সঙ্গে যৌথভাবে ব্যবসা পরিচালনা করেন বলে জানালেও অভিযোগকারীর প্রি. রেজিস্ট্রেশন কেন সাইদ এয়ার ইন্টারন্যাশনাল এর মাধ্যমে হয়েছে তা জানেনা বলে অবহিত করেন। জনাব আব্দুস সালাম এবং জনাব মাহবুব হোসেন উভয়ে অভিযোগকারীর স্ত্রী ২০১৭ সালে হজে যেতে পারবেন না জে নেও দুই জনের নিকট থেকে গ্রুপ লিডারের মাধ্যমে ৫লক্ষ ৪০হাজার টাকা গ্রহণ করেছেন। গ্রুপ লিডার কোন কারণে এজেন্সির মালিককে টাকা প্রদান না করে থাকলে এর দায়-দায়িত্ব তাদের। এটি হজ গমনেচ্ছুদের উপর বর্তায় না।	এবং সাইদ এয়ার ইন্টারন্যাশনালের মালিককে নির্দেশ প্রদান করা হলো এবং ১০ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হলো। (ঙ) আনিত চারটি অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় হজ আল বালাদ ওভারসীজ (লা: ন:-৬৩৩) এবং সাইদ এয়ার ইন্টারন্যাশনাল (লা:ন:-১১৪৫) এর লাইসেন্স স্থায়ীভাবে বাতিল করা হলো। (চ) ২০১৭ সালে হজে প্রেরণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আল-বলাদ ট্রাভেলস এন্ড ট্যুরস (হ.লা-০৬৩৩) ও সাইদ এয়ার ইন্টারন্যাশনাল (হ.লা-১১৪৫) এর মালিকগণ অভিযোগকারীদের নিকট থেকে টাকা গ্রহণ করে হজে প্রেরণ না করায় এই দুইটি লাইসেন্স বাতিলে এবং উভয় এজেন্সিকে ১০লক্ষ টাকা করে ২০লক্ষ টাকা জরিমানা করা হলো। (ছ) গ্রুপ লিডার জনাব জামাল উদ্দিন কয়াল, (০১৭২০৬৪৮৯১৩) পিতা- মৃত রোকনউদ্দিন কয়াল এবং তাঁর স্ত্রী শারমিন সুলতানা ওরফে সুলতানা, গ্রাম: সোনামুখী, কয়াল বাড়ি, ভাঙ্গী, ফরিদপুর বিরুদ্ধেও হাজীদের সঙ্গে প্রতারণা করে টাকা আদায়ের লক্ষ্যে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অভিযোগকারীগণকে অনুরোধ করা হলো।
১৬.	৬৩৫	Al-Bari Travels International. 438, Abadin Bhaban, Sonirakhra, Sampur, Dhaka.	এজেন্সির মালিক এবং অভিযোগকারী গ্রুপ লিডার মাওলানা আব্দুস সালাম কর্তৃক রিপ্লেস হওয়া হাজীগণ প্রতারিত হয়েছেন। ২০১৭ সালে ৩জন হাজীর স্ত্রী হজে যেতে পারবেন না জেনেও তাদের স্বামী এবং তাঁদের নিকট থেকে টাকা আদায় করা হয়েছে। ৩জন মহিলার স্বামী যারা ২০১৭ সালের কোটায় ছিলেন তাদেরকে না জানিয়ে রিপ্লেস করা হয়েছে। প্রতারিত হাজীরা এ বিষয়ে কিছু জানতেন না। তাঁদেরকে অন্ধকারে রেখে এজেন্সির মালিক এবং গ্রুপ লিডারের আর্থিক লেনদেনের বিরোধের কারণে অভিযোগ দায়ের করা হয়। তদন্তের সময় সম্মানিত হজ গমনেচ্ছুদের হাজীর উপস্থিত করা হলে তারা বিষয়টি জানতে পারেন। এদের মধ্যে ৪জন ২০১৮সালেও হজে যেতে পারবেন না। জনাব হাফেজ মো. আব্দুর রসিদ সরকারিভাবে হজে যাওয়ার জন্য প্রি. রেজিস্ট্রেশন করেছেন। গ্রুপ লিডার অভিযোগকারী মাওলানা আব্দুস সালাম হজযাত্রীদের নিকট থেকে টাকা গ্রহণ করেও সব টাকা এজেন্সির মালিককে প্রদান করেননি। এজেন্সির মালিক হাজীদের না জানিয়ে তাদেরকে রিপ্লেস করেছেন। প্রতারিত হজযাত্রীগণ এখনও তাঁদের টাকা ফেরত পাননি।	(ক) হজযাত্রীদের না জানিয়ে রিপ্লেস করার জন্য আল বারি ট্রাভেলস ইন্টারন্যাশনাল (হ.লা-০৬৩৫) বাতিল এবং ১০লক্ষ টাকা জরিমানা করা হলো। (খ) একই সাথে হজযাত্রীদের সঙ্গে প্রতারণা করার জন্য গ্রুপ লিডার মাওলা মো. আব্দুস সালাম যেন ভবিষ্যতে হজ সংক্রান্ত কোন কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত হতে না পারেন সে বিষয়ে হাবকে অনুরোধ করা হলো। (গ) টাকা আদায় এবং প্রতারণার জন্য এজেন্সি মালিক এবং গ্রুপ লিডার মাওলা মো. আব্দুস সালাম এর বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট আদালতে মামলা দায়ের করার জন্য হজযাত্রীদের পরামর্শ প্রদান করা হলো।
১৭.	৬৪৮	Al-Hayat Aviation, 44, Naya Paltan (2nd Floor), Paltan, Dhaka-1000.	অভিযোগকারী হজযাত্রীর প্রি. রেজিস্ট্রেশন নম্বরটি ২০১৮ সালের কোটায় থাকা সত্ত্বেও ও ২০১৭ সালে তাকে হজে প্রেরণ করবে বলে প্রতিশ্রুতি প্রদান করে সম্পুর্ণ টাকা গ্রহণ করে এজেন্সি মালিক অন্যায় করেছেন। একই সাথে তাকে ফ্লাইট হওয়ার কথা বলে হজক্যাম্পে নিয়ে এসে প্রতারণা ও হয়রানি করেছেন। হজযাত্রী সামাজিক , মানসিক ও আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।	(ক) অভিযোগটি প্রমাণিত। হজযাত্রী তার টাকা ফেরত পেলেও অভিযুক্ত এজেন্সিকে হয়রানি ও প্রতারণার জন্য হজ নীতিমালা ২০১৭ এর ২৩.২(চ) অনুযায়ী এজেন্সিকে **০৫(পাঁচ)** লক্ষ টাকা জরিমানা করা হলো। (খ) অভিযোগকারী হজযাত্রীর পছন্দ অনুযায়ী তাঁর প্রি.রেজিস্ট্রেশন নম্বর অন্য এজেন্সিতে স্থানান্তর করার জন্য এজেন্সির মালিককে নির্দেশ প্রদান করা হলো।
১৮.	৭১৫	Century Aviation, Hamid Plaza(1st Floor), 22, Shahid Shangbadik Selina Parvin Road, Hamid Plaza (1st Floor), Moghbazar, Dhaka-1216,	অভিযোগকারী চুক্তি মোতাবেক সমুদয় অর্থ পরিশোধ করা সত্ত্বেও তিনি নিজে ৩জনের জন্য বিমানের টিকিট ক্রয় করে হজে গিয়েছেন। এজেন্সির মালিক মক্কা ও মদিনায় খাবারের ব্যবস্থা করেনি। মক্কা ও মদিনায় যাতায়াতের ব্যবস্থা করেননি। মদিনায় আবাসনের ব্যবস্থা করেননি। হজ পালনে প্রয়োজনীয় গাইডেন্স সহযোগিতা হজযাত্রীগণ পাননি। অভিযোগকারী তদন্ত চলাকালিন সময়ে লিখিতভাবে অভিযোগটি প্রত্যাহার করলেও অভিযোগটি প্রমাণিত। সার্বিক পর্যালোচনায়	(ক) অভিযুক্ত এজেন্সিকে হয়রানি ও প্রতারণার জন্য হজ নীতি মালা ২০১৭ এর ২৩.২(চ)+(জ) অনুযায়ী এজেন্সিকে ১০ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হলো; এবং বিমানের টিকিট ক্রয় না করে অভিযোগকারীক অনিশ্চয়তার মধ্যে ঢাকায় রেখে যাওয়ার দায়ে এক বছরের জন্য লাইসেন্স স্থগিত রাখা হলো।
১৯.	৭৩২	Dhaka Hajj Kafela & Travels. 855, East Seaorapara, Kafrul, Dhaka-1216	এ আদেশের ৩ নং ক্রমিকে Dhaka Hajj Kafela & Travels (হ: লা: ৭৩২) এর বিষয়ে পর্যালোচনা/সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। সে মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।	৩ নং ক্রমিকের আদেশানুযায়ী Dhaka Hajj Kafela & Travels (হ: লা: ৭৩২) এর এজেন্সির জামানত বাজেয়াপ্তসহ লাইসেন্স বাতিল করা হলো।
২০.	৭৫৭	Emon Travel & Tours, House=235, Road=10/A, Rojonigandha-2, (1st	ইমন ট্রাভেলস এন্ড ট্যুরস এর অভিযোগে বর্ণিত ১২জন হাজীর বিপরীতে তিনি এম এম ট্র্যাভেলস এন্ড ট্যুরস-কে ৪,৫০,০০০/= এবং মাহির হজ সার্ভিস এন্ড ট্যুরস কে ৫,০০,০০০/= টাকা প্রদান করেছেন মর্মে দাবী করেছেন। দাবীকৃত ৫,০০,০০০/= টাকা প্রদানের কোন প্রমান ইমন ট্রাভেলস এন্ড ট্যুরস দেখাতে পারেননি। এম এম ট্রাভেল এন্ড ট্যুরসকে প্রদত্ত ৪,৫০,০০০/= টাকার মধ্যে ৩,০২,০০০/= টাকা ২০১৬ সালের পাওনা ছিল। তাছাড়া ইমন ট্রাভেলস এন্ড ট্যুরস ১জন হাজীকে এম এম ট্রাভেলস এন্ড ট্যুরস নিজ খরচে প্রি. রেজিস্ট্রেশন করিয়েছেন। হিসেব করে তিনি এম এম ট্রাভেলসকে মোট টাকা দিয়েছেন (৪,৫০,০০০-৩,০২,০০০-	(ক) হজযাত্রীদের না জানিয়ে রিপ্লেস করার জন্য মাহির হজ সার্ভিস এন্ড ট্যুরস (হ.লা-০৯৮৯) বাতিল করা হলো। (খ) ইমন ট্রাভেলস (লা: নং৭৫৭) ১২জন হজযাত্রীর কাছ থেকে টাকা নিয়ে তাদের মধ্যে ৯জনকে কালক্ষেপন করে অন্য এজেন্সিতে ট্রান্সফার এবং ট্রান্সফারকৃত

ক্র.নং	লাইসেন্স নম্বর	এজেন্সীর নাম ঠিকানা	মন্ত্রণালয়ের গঠিত কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা	মতামত/সুপারিশ বা প্রদত্ত শাস্তি
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
		Flr.), West Dhanmondi, Dhaka,	৩০,০০০) ১,১৮,০০০/= টাকা। মাহির হজ সার্ভিসকে প্রদত্ত তার হিসেব মতে এই ৯জন হাজীর বিপরিতে ১,১৮,০০০/= টাকাসহ এম এম ট্যুরস ৯জন হাজীকে হজে প্রেরণের জন্য মাহির হজ সার্ভিস এন্ড ট্যুরস মোট ১৬,০০,০০০/= টাকা পেয়েছেন। এর অতিরিক্ত এম এম ট্রাভেলস ইমন ট্রাভেলসে ২০১৬ সালের ২জন হজযাত্রীর পাওনা বাবদ (যারা ২০১৭ সালে ইমন ট্রাভেল এ প্রাক্-নিবন্ধন করেন) ৩ লক্ষ ২০০০/= টাকা পরিশোধ করেছেন। এতে প্রতিয়মাণ হয় হজযাত্রী প্রেরণে এম এম ট্রাভেলস এর আন্তরিকতার ঘাটতি ছিলনা। ইমন ট্রাভেলস এন্ড ট্যুরস কর্তৃক ১২জন হাজীর সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ না করায় এ জটিলতা সৃষ্টি হয় এবং ৫জন হজযাত্রী তাদের অজান্তে মাহির ট্রাভেলস কর্তৃক রিপ্লেস করা হয়েছে। এম এম ট্রাভেলস কর্তৃক মাহির ট্রাভেলসকে ১৬লক্ষ টাকা প্রদান করার পরও তার এজেন্সির হাজীদের প্রেরণ না করে তাদেরকে রিপ্লেস করা যৌক্তিক হয়নি। এই অনিয়মের জন্য ইমন ট্রাভেলস এন্ড ট্যুরস এবং মাহির সার্ভিস এন্ড ট্যুরস দায়ী।	এজেন্সিকে হজযাত্রীদের প্রদত্ত টাকা পরিশোধ না করায় তাকে ২০ লক্ষ টাকা জরিমানাসহ তার লাইসেন্স বাতিল করা হলো।
২১.	৭৭১	Fiha Tour & Travels. 2/1-2/2, Arambag, Old-167 (1st Floor) Motijheel, Dhaka-1000.	অভিযোগকারীর দাখিলকৃত মানি রিসিট যাচাই করে দেখা যায় তিনি গ্রুপ লিডার দাদন সরকারের মাধ্যমে ৬লক্ষ টাকা এজেন্সির মালিক জনাব শোয়াইব আনছারী এর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে, দাদন সরকারের ট্রাস্ট ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে ও নগদ প্রদান করেছেন। জনাব দাদন সরকার স্বীকার করেছেন তার নিকট জনাব শোয়াবে আনসারী টাকা পাবেন বিধায় তিনি শোয়াব আনসারীর পক্ষে অভিযোগকারীকে টাকা ফেরতের চেক প্রদান করেছেন, যে চেকটি এখনো ক্যাশ হয়নি। অভিযুক্ত হজ এজেন্সি টাকা গ্রহণ করে অভিযোগকারীকে হজে প্রেরণের ব্যবস্থা না করে এবং এ পর্যন্ত তার টাকা ফেরত না দিয়ে ও অভিযোগকারীর চাহিতমতে প্রি.রি. বাতিল না করে অন্যায় করেছেন।	(ক) অভিযোগটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। হজ নীতি মালা ২০১৭ এর ২৩ অনুযায়ী Fiha Tour & Travels. (H.L. No-771) এর লাইসেন্স বাতিল করা হলো **এবং ১০লক্ষ টাকা জরিমানা করা হলো।** **(খ) জনাব শোয়াইব আনছারী**র এ ধরনের আচরণ থেকে মুসল্লীদের সতর্ক করার জন্য **ইস্কাটন** জামে **মসজিদের পরিচালনা কমিটিকে অবহিত করা যায়।**
২২.	৭৯৮	Gulshan-A-Muhammadia Travels. Islam Empire Estate, 55/A, Purana Paltan (5th Floor), Dhaka-1000.	অভিযোগকারী জনাব মাহমুদুল হাসান ই-মেইলে জানান, তিনি এবং তার মাকে অনুমতি ছাড়া রিপ্লেস করা হয়েছে। তারা হজে যেতে পারেননি। তাদের প্রদত্ত ৫,২০,০০০/=(পাঁচ লক্ষ বিশ হাজার) টাকার মধ্যে তদন্তকালীন সময়ে ৪,৬০,০০০/=(চার লক্ষ ষাট হাজার) টাকা ফেরত পেয়েছেন। প্রাক্-নিবন্ধন বাবদ ৬০,০০০/= (ষাট হাজার) টাকা জনাব মুরাদ হোসেনের মাধ্যমে উত্তোলন করে ফেরত পাওয়ার আশ্বাস পেয়েছেন। অভিযুক্ত এজেন্সির মালিক জানান, তার মোনাজ্জেম আব্দুল আহাদ সালমান তার পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে ২জন হাজীকে রিপ্লেস করেছেন এবং তিনি অভিযোগকারী হাফিজুর রহমানসহ ৭জনকে ভিসা হওয়ার পর হজে পাঠাননি। ২টি অভিযোগের ৯জন হাজী গুলশানে মোহাম্মদিয়ার নিবন্ধিত হাজী। এজেন্সি কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত মোনাজ্জেম তার পাসওয়ার্ড ব্যবহার করলে এর দায় দায়িত্ব এজেন্সি-কে বহন করতে হবে। টাকা গ্রহণকারী জনাব মিজানুর রহমান, মোবাইল-০১৭৩১৪৪৩৩৯২ এবং মোনাজ্জেম আব্দুল আহাদ সালমান, মোবাইল-০১৬৩৮৫০৯৭৩৯ এর সঙ্গে তাদের মোবাইলে একাধিক বার যোগাযোগ করেও শুনানিতে হাজীর করা সম্ভব হয়নি। গ্রুপ লিডার মুরাদ হোসেন তার মাধ্যমে গৃহীত টাকা ফেরত প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।	(ক) ৯জন হাজীকে তাদের অনুমতি ছাড়া রিপ্লেস করার কারণে গুলশানে মোহাম্মাদিয়া ট্রাভেলস (হ.লা-০৭৯৮) বাতিল এবং ২০লক্ষ টাকা জরিমানা করা হলো। (খ) হাজীদের সাথে প্রতারণামূলক আচরণ করার জন্য গ্রুপ লিডার জনাব মো. মিজানুর রহমান, মোবাইল-০১৭৩১৪৪৩৩৯২ এবং মোনাজ্জেম আব্দুল আহাদ সালমান, মোবাইল-০১৬৩৮৫০৯৭৩৯ এর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অভিযোগকারীগণকে অনুরোধ করা হলো।
২৩.	৮৩২	Ibrahim Travels. 28/1/C (5th Floor), Toyenbee Circular Road, Motijheel, Dhaka-1000	এ আদেশের ৯ নং ক্রমিকে Ibrahim Travels (হ: লা: ৮৩২) এর বিষয়ে পর্যালোচনা/সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। সে মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।	৯ নং ক্রমিকের আদেশানুযায়ী Ibrahim Travels (হ: লা: ৮৩২) এর বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।
২৪.	৮৫১	Jannath Hajj Travels & Tours. Jannath Mahal, 351/6, Cornal Nowajesh Uddin Road, 2nd Muradpur, Comilla.	অভিযোগকারী জনাব সালাউদ্দিন, জনাব মো. মিজানুর রহমানের স্বাক্ষরিত জান্নাত ট্রাভেলস এন্ড ট্যুরস এর ২টি মানি রিসিট এবং জান্নাত ট্রাভেলস এন্ড ট্যুরস এর মালিক হিসেবে ৬০/সি পুরানা পল্টন, ঢাকা এর ছাপানো ভিজিটিং কার্ড দাখিল করেন। ভিজিটিং কার্ডে উল্লেখিত মোবাইল নাম্বারে যোগাযোগ চেষ্টা করলে মোবাইল নম্বরটি বন্ধ পাওয়া যায়। অভিযোগকারীর নিকট থেকে জনাব মিজানুর রহমানের আরেকটি মোবাইল নম্বর ০১৯০৫০৩৭৭৪৩ নিয়ে ফোন করে কথা বলা হয়। তিনি জানান তার বাড়ি দাউদকান্দি উপজেলার গোয়ালমারী ইউনিয়নের সেন্দি গ্রাম। তিনি ১৯/১২/২০১৭ তারিখে শুনানিতে হাজির হবেন। তার কাছ থেকে পাওয়া ঠিকানায় রেজি:ডাকে নোটিস পাঠানো হয়। নোটিশটি ফেরত আসে। ১৯/১২/২০১৭ তারিখে শুনানির দিন অভিযোগকারী সালাউদ্দিন, সচিব ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর মো. মিজানুর রহমান স্বাক্ষরিত একটি আবদেনের কপি দাখিল করেন। সেখানে তিনি জান্নাত হজ ট্রাভেলস এন্ড ট্যুরস এর মালিকানা দাবী করে এফডিআরটি উত্তলোনের জন্য আবেদন করেছেন। সার্বিক পর্যালোচনা করে দেখা যায় জনাব মো. সালাউদ্দিন গং জনাব মো. মিজানুর রহমানকে জান্নাত হজ ট্রাভেলস এন্ড ট্যুরস এর মালিক হিসেবে টাকা প্রদান করে প্রতারিত হয়েছেন। তদন্তের সময় প্রাপ্য তথ্য অনুযায়ী এজেন্সির প্রকৃত মালিক ২০১৫ সালে হজ লাইসেন্সটি জনাব মো. হাফিজার রহমান এবং মিজানুর রহমান বরাবর সরল বিশ্বাসে হস্থান্তর করেন। তার বক্তব্য অনুযায়ী তিনি তার এফডিআরটি উঠিয়ে নিয়ে যান। বর্তমানে মন্ত্রণালয়ে জমাকৃত এফডিআরটি তিনি দাবী করেন না। জনাব হাফিজার রহমান এফডিআরটি তার বলে দাবী করেন। অন্যদিকে সচিব মহোদয় বরাবর দাখিলকৃত আবেদন অনুযায়ী এফডিআর এর মালিকানা দাবী করেন জনাব মো. মিজানুর রহমান। এজেন্সির প্রকৃত মালিক ২০১৫ সাল থেকে এজেন্সির সাথে কোন সম্পর্ক নাই। মিজানুর রহমান প্রতারণা করে সহজ সরল হজ গমনেচ্ছুদের নিকট থেকে টাকা নিয়েছেন। লাইসেন্সের প্রকৃত মালিক কোন প্রকার টাকা গ্রহণ করেননি এবং কোন বিষয়ে জড়িত নন।	**(ক) এ লাইসেন্সটি প্রকৃত মালিক দাবী না করায় বাতিল করা হলো। লাইসেন্সের সাথে যুক্ত এফডিআরটি মালিকের নয় বিধায় সরকারের নামে বাজেয়াপ্ত করা হলো।** **(খ) অভিযোগকারী জনাব সালাউদ্দিনসহ ১০ জন হজ গমনেচ্ছু ব্যাক্তির টাকা ফেরত পাওয়ার নিমিত্ত তাদেরকে মিজানুর রহমান, পিতা: মো: কলিম উল্লাহ মোল্লা গ্রাম: সেনদী, ইউনিয়ন: গোয়ালমারী, উপজেলা: দাউদকান্দি, মোবাইল নং- ০১৯০৫০৩৭৭৪৩ এর বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট থানায় এবং দেওয়ানি আদালতে মামলা করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হলো।**
২৫.	৮৬৪	K. Alam Travels And Tours, Sarkar Bhaban, East Nabinagar, Kamranggir Char, Dhaka.	এ আদেশের ১১ নং ক্রমিকে K. Alam Travels And Tours (হ: লা: ৮৬৪) এর বিষয়ে পর্যালোচনা/সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। সে মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।	১১ নং ক্রমিকের আদেশানুযায়ী (ক) K. Alam Travels And Tours (হ: লা: ৮৬৪) এর লাইসেন্সটি স্থায়ীভাবে বাতিল করা হলো। (খ) এজেন্সিকে ১০লক্ষ টাকা টাকা জরিমানা করা হলো। (ঘ) সহজ সরল হজযাত্রীর সঙ্গে এধরনের আচরণ করায় এজেন্সির দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি শেখ রেজাউল করিম এবং কে. আলম ট্রাভেলস এন্ড ট্যুরস এর মালিক জনাব খোরশেদ আলমকে ০২ লক্ষ টাকা

ক্র.নং	লাইসেন্স নম্বর	এজেন্সীর নাম ঠিকানা	মন্ত্রণালয়ের গঠিত কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা	মতামত/সুপারিশ বা প্রদত্ত শাস্তি
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
				করে জরিমানা করা হলো এবং হাজীর দাবীকৃত ২০ হাজার টাকা পরিশোধ করার জন্য জনাব খোরশেদ আলমকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।
২৬.	৮৭৩	Kashem Tour & Travels, 34/Ka, Khilkhet Tanpara, Khilkhet, Dhaka-1229.	কাশেম ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস এবং মনির ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস এর প্রোপাইটার একই ব্যক্তি জনাব মো. আবুল হাসেম তার অবহেলার কারণে হজযাত্রী মেহেরুন নেছা ভিসা হওয়ার পরেও হজে যেতে পারেননি। ২জন হজযাত্রী মো. ইসহাক আলী এবং মজিবুর রহমান সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করে হজে যেতে পারেননি। এজেন্সি মালিক এর কোন যৌক্তিক কারণ দেখাতে পারেননি। তার এজেন্সির মাধ্যমে যারা হজে গেছেন তাদেরকে যথাযথ সেবা প্রদান করেননি। এই ধরনের আচরণের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। অন্যদিকে এ আদেশের ১৪ নং ক্রমিকে Kashem Tour & Travels (হ: লা: ৮৭৩) এর বিষয়ে পর্যালোচনা/সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। সে মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।	জনাব মো. আবুল হাসেম এর পরিচালনাধীন কাশেম ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস্ (লাইসেন্স নং-৮৭৩) এবং মনির ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস্ (লাইসেন্স নং-১০৪৯) লাইসেন্স ২টি বাতিল করা যেতে পারে **এবং ১০ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হলো।** ১৪ নং ক্রমিকের আদেশানুযায়ী (ক)Kashem Tour & Travels (হ: লা: ৮৭৩) এর লাইসেন্স বাতিল করা হলো। (খ) এজেন্সিকে ০৫ লক্ষ টাকা টাকা জরিমানা করা হলো।
২৭.	৮৯৩	Korotoya Travels International. zarina Mansion, New-154, Old-118, B.B Road, Narayanganj-1400	অভিযোগকারী অভিযুক্ত এজেন্সির গাইড হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তারা পরস্পর আত্মীয়।অভিযোগকারী এজেন্সির হাজী কালেক্টর হিসেবে কাজ করেছেন। তাদের মধ্যে আর্থিক লেনদেন নিয়ে বিরোধ রয়েছে। তদন্তের সময় উপস্থিত বীর মুক্তি যোদ্ধা সহকারী পুলিশ সুপার মো. এমারত হোসেন জানান তারা উভয়ের মধ্যে সমঝোতা করেছেন। গ্রুপ লিডার এবং এজেন্সির মালিক পরস্পর সমঝোতা করলেও প্রতিয়মাণ হয় হজযাত্রীগণ সৌদি আরবে প্রত্যাশিত সেবা পাননি।	এজেন্সি কর্তৃক মক্কায় যথাযথ সেবা প্রদান না করায় এজেন্সির মালিককে ০৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা জরিমানা করা হলো।
২৮.	৯৩২	M/S Lailatul Kadar Tours & Travels. House-34 (G.F) Road-02, Nikunju-2, Tanpara, Khilkhet, Dhaka-1229,	এজেন্সি মালিকের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি তার এজেন্সির অন্যান্য হাজীদের হজে নিয়ে গেছেন। দুর্ঘটনার কারণে অভিযোগকারীকে নিতে না পারলে অন্যদের নিলেন কিভাবে? এজেন্সি মালিকের গাফেলতি না থাকলেও তার ব্যবস্থাপনার ত্রুটি ছিল যার কারণে অভিযোগকারী হজে যেতে পারেননি। এর দায় দায়িত্ব এজেন্সিকেই নিতে হবে।	**(ক)** অভিযোগকারীগণকে ২০১৭ সালে প্রদত্ত টাকায় ২০১৮ সালে হজে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য এজেন্সি মালিককে নির্দেশ প্রদান করা হলো **এবং ব্যবস্থাপনার ত্রুটির জন্য ৩লক্ষ টাকা জরিমানা করা হলো।** (খ) অভিযোগকারীগণকে ২০১৮ সালে হজে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে তার লাইসেন্সটি বাতিল করা হবে মর্মে সতর্ক করা হলো।
২৯.	৯৩৩	M/S M. Noor-E Madiana Hajj Travels & Tours, Suite-W-102(1st Flr.) Dr. Nowab Ali Tower, 24, Puranan Paltan Dhaka-1000,	অভিযুক্ত হজ এজেন্সি অভিযোগে বর্ণিত হাজীদের বাংলাদেশে ফেরত আসার কোন প্রমাণ এজেন্সি মালিক দাখিল করতে পারেননি। এজেন্সির মালিক ১ম দিন হাজির ছিলেন। ২য় তারিখে অনুপস্থিত ছিলেন। পুনরায় তাকে নোটিশ করা হলে তার প্রতিনিধি শেখ কামরুজ্জামান জানান, শুনানির ২য় দিনের আগে সরকারি ছুটি থাকায় হাজীদের আনতে পারেননি। অভিযোগে বর্ণিত ৫জন হাজী বাংলাদেশে ফেরত এসেছে কিনা সেটা বিমান বন্দরে ইমিগ্রেশনেও খোঁজ নিতে পারেননি। যে গ্রুপ লিডারের মাধ্যমে এই হজযাত্রীগণ নিবন্ধিত হয়েছেন তাদেরকেও খুজে পাওয়া যাচ্ছে না। ৫জন হজযাত্রীকে বাংলাদেশের ঠিকানায় খুজেঁ বের করার চেষ্টা করছেন। সার্বিক পর্যালোচনায় কাউন্সল হজ, জেদ্দা কতৃক আনিত অভিযোগটি প্রমাণিত হয়েছে। কাউন্সল হজের অভিযোগে বর্ণিত ৫জন হাজী ২০১৭ হজে গিয়ে বাংলাদেশে ফেরৎ আসেননি।	(ক) এই অভিযোগের দায়ে মেসার্স নূরে মদিনা হজ ট্রাভেল্স এন্ড ট্যুরস (লাইসেন্স নং- ০৯৩৩) এর লাইসেন্স বাতিল এবং ৫০ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হলো। (খ) ৫জন হাজীকে বাংলাদেশে ফেরত না আনার দায়ে এজেন্সির মালিকের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা দায়ের করা যেতে পারে। (গ) যে সকল গ্রুপ লিডারের মাধ্যমে এই ৫ জন হাজী Noor-E-Madina Hajj Travels And Tours (H.L.No-0933) এ নিবন্ধিত হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে আইন-গত ব্যবস্থা নিমিত্ত তাদের নামের তালিকা মন্ত্রণালয়ে জমা প্রদান করান জন্য এজেন্সির মালিককে নির্দেশ প্রদান করা হলো।
৩০.	৯৬২	M/s. Mowdud air international , 147/1, d.i.t ext. Road, fakirapool, dhaka-1000.	অভিযোগকারী নিজেই জনাব মনসুর আলীর সঙ্গে কথা বলে তাকে রিপ্লেস করার জন্য বলেছেন। মূল বিরোধ ২জনের বিমান ভাড়ার টাকা ফেরত নিয়ে। অভিযোগের সময় জানা যায় খান ট্যুরস এর ২০১৭ সালে হাজী প্রেরণের অনুমতি না থাকায় তিনি মৌদুদ এয়ার এর মাধ্যমে হাজী প্রেরণ করেন। তারা সুপার খিদমাহ লিড এজেন্সির অধীনে থাকলেও স্ব স্ব এজেন্সির হাজী স্ব স্ব এজেন্সি কর্তৃক দেখাশুনা করার কথা। এক্ষেত্রে মৌদুদ এয়ার তার হাজীদের দেখাশুনা করেছেন, সুপার খিদমাহ তার হাজীদের দেখাশুনা করেছেন কিন্তু খান ট্যুরস তার হাজীদের যথাযথভাবে দেখাশুনা করেনি। খান ট্যুরস একইসাথে লিড এজেন্সি এবং ট্রান্সফারকৃত এজেন্সির সঙ্গে যথাযথভাবে আর্থিক লেনদেনও করেননি। অভিযোগকারী লেনদেন করেছেন মূলত খান ট্যুরস এর মালিক মোনায়েম খান এর সঙ্গে। মোনায়েম খান এর সাথে অভিযোগকারীর লেনদেন এখন অনিষ্পন্ন আছে।	(ক)লিড এজেন্সির সাথে সম্পাদিত সমঝোতা অনুযায়ী মক্কা-মদিনায় হাজীদের **বাড়ি ভাড়া, যাতায়াত এবং খাবারের ব্যবস্থা** না করার জন্য ২০১৭ সালে শাস্তিপ্রাপ্ত এজেন্সি খান **ট্যুরস এন্ড** ট্রাভেলস সার্ভিস এর হজ লাইসেন্স স্থায়ীভাবে বাতিল করা হলো **এবং ১০লক্ষ টাকা জরিমানা** করা হলো। (খ) **মৌদুদ** এয়ার ইন্টারন্যাশনালকে ২জন হাজীর বিমান ভাড়া বাবদ গৃহীত টাকা সরাসরি হাজীদের ফেরত দেওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো। (গ) লিড এজেন্সি সুপার খিদমাকে টাকা নেওয়ার পরও হাজীদের দেখাশুনা না করার দায়ে ১০লক্ষ টাকা জরিমানা করা হলো। (ঘ) **মৌদুদ** এয়ার ইন্টারন্যাশনাল, খান **ট্যুরস এন্ড** ট্রাভেলস সার্ভিস এবং সুপার খিদমাকে হাবের মধ্যস্থতায় তাদের আর্থিক লেনদেন নিষ্পত্তি করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো এবং অভিযোগ নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এই ৩টি এজেন্সির কার্যক্রম স্থগিত রাখা হলো।

ক্র.নং	লাইসেন্স নম্বর	এজেন্সীর নাম ঠিকানা	মন্ত্রণালয়ের গঠিত কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা	মতামত/সুপারিশ বা প্রদত্ত শাস্তি
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
৩১.	৯৮৯	Mahir hajj service & tours, house#7, road#7, section#3, kaderabad, mohammadpur, dhaka.	অন্যদিকে এ আদেশের ২০ নং ক্রমিকে Mahir hajj service & tours (হ: লা: ৯৮৯) এর বিষয়ে পর্যালোচনা/সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। সে মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।	২০ নং ক্রমিকের আদেশানুযায়ী (খ) ইমন ট্রাভেলস (লা: নং৭৫৭) ১২জন হজযাত্রীর কাছ থেকে টাকা নিয়ে তাদের মধ্যে ৯জনকে কালক্ষেপন করে অন্য এজেন্সিতে ট্রান্সফার এবং ট্রান্সফারকৃত এজেন্সিকে হজযাত্রীদের প্রদত্ত টাকা পরিশোধ না করায় তাকে ২০ লক্ষ টাকা জরিমানাসহ তার লাইসেন্স বাতিল করা হলো।
৩২.	১০১৪	Mco Travels & Tours, Mco Tower (3^{rd} Flr), House# 82/A, Road #11, Block #D, Banani, Dhaka-1213.	অভিযোগকারী জনাব মো. রেজাউল করিম শুনানিতে উপস্থিত হননি। তার সাথে ফোনে যোগাযোগ করা হলে বলেন, তাদের কাছ থেকে ক্ষমা চাওয়া হলে লিখিতভাবে অভিযোগ প্রতাহার করেছেন। অভিযোগকারী আবু জাফর, বজলুর রহমান, আব্দুর রব গাজী, সামিনুর রহমান, ছোলেমান মোল্লা এবং শহিদুল্লার সাথেও ফোনে কথা হয়। তারা সকলে জানান, অভিযুক্ত এজেন্সির মালিক তাদের নিকট ক্ষমা চাওয়ার কারণে অভিযোগ প্রতাহার করেছেন। তবে অভিযোগ সত্য। অভিযোগকারীর প্রতিনিধি স্বীকার করেছেন চুক্তি মোতাবেক হাজীদের জন্য বাড়ি ভাড়া করেননি। গ্রুপ লিডার হাজীদের কাছ থেকে বেশী টাকা নিয়ে এজেন্সিকে কম টাকা দিয়েছেন। এজেন্সির মালিক তার ছাপানো প্রসপেকটাসে বর্ণিত শর্তাদি পালন করতে পারেননি। হাজীরা সকলে জানিয়েছেন অভিযুক্ত এজেন্সির মালিক ক্ষমা চাওয়াতে তাকে মাফ করে দেওয়া হয়েছে। সম্মানিত হাজীগণ মাফ করে দিলেও তাদের সাথে চুক্তি মোতাবেক আচরণ করা হয়নি। চুক্তি মত বাড়ি ভাড়ার উদ্বৃত টাকা ফেরত প্রদানের কোন প্রমান দাখিল করেননি।	সার্বিক পর্যালোচনায় অভিযুক্ত এজেন্সির গাফলতি প্রমাণিত হয়েছে। তিনি চুক্তি মোতাবেক সেবা প্রদান করেননি। হজ নীতিমালা ২০১৭ এর ২৩ অনুযায়ী অভিযুক্ত এজেন্সিকে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করা হলো এবং চুক্তি মোতাবেক হাজীদেরকে সেবা প্রদান না করায় ১০ (দশ) লক্ষ টাকা জরিমানা করা হলো।
৩৩.	১০৪১	Modina Air International Aviation. 205, Shahid Syed Nazrul Islam Sharani, Bijoy Nagar, Dhaka-1000.	অভিযোগটি প্রমাণিত। অভিযুক্ত এজেন্সির (হ.লা-১০৪১) মালিক সবগুলো অভিযোগ স্বীকার করেছেন।	**মদিনা এয়ার ইন্টারন্যাশনাল, হ.লা-১০৪১** লাইসেন্সটি বাতিল করা হলো এবং ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা জরিমানা করা হলো। (খ) ২৮জন হাজীর টিকিটের মুল্য, মক্কা, মদিনার খাওয়ার খরচ এবং গাড়ি ভাড়া বাবদ গৃহিত অতিরিক্ত টাকা ফেরত প্রদান করার জন্য এজেন্সি মালিক-কে নির্দেশ প্রদান করা হলো।
৩৪.	১০৪৯	Monir Tours & Travels. House # 34, (Ground Floor), Nikunja-2, Khilkhet, Dhaka-1229	অন্যদিকে এ আদেশের ১৪ নং ও ২৬ ক্রমিকে Monir Tours & Travels (হ: লা: ১০৪৯) এর বিষয়ে পর্যালোচনা/সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। সে মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।	১৪ নং ক্রমিকের আদেশানুযায়ী- **(খ)মনির ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস** (লাইসেন্স নম্বর ১০৪৯) **এর লাইসেন্স বাতিল এবং ০৫ লক্ষ টাকা করে জরিমানা করা হলো।** ২৬ নং ক্রমিকের আদেশানুযায়ী- মনির ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস্ (লাইসেন্স নং-১০৪৯) লাইসেন্সটি বাতিল করা হলো **এবং ১০ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হলো।**
৩৫.	১০৬৭	N.E. Air Service, 67, Motijheel C/A (1st Floor), Dhaka.	(ক) এজেন্সি মালিক তার গ্রুপ লিডার মিজানুর রহমানের সঙ্গে চুক্তি করেছিলেন ১২জনের জন্য। তিনি কোন হাজীর নামে পৃথকভাবে টাকা গ্রহণ করেননি। অর্থাৎ জনাব মিজানুর রহমানের কাছ থেকে তিনি যে টাকা পেয়েছেন এই টাকা ১২জন হাজীর এদের মধ্যে তিনি ৬জনকে হজে নিয়ে গেছেন । বাকী ৬জনকে হজে নিয়ে যাননি। তার লিখিত বক্তব্য এবং জবানবন্দীতে কোন জায়গায় উল্লেখ করেননি অভিযোগকারীগণসহ যে ৬জনকে হজে প্রেরণ করা হয়নি তাদের সাথে অবশিষ্ট টাকার জন্য যোগাযোগ করেছেন। অভিযোগকারীগণ কর্তৃক দাখিলকৃত খসড়া হিসেবে এজেন্সির মালিকের স্ব-হস্তে লিখিত হিসেব বিবরণীতে দেখা যায় তিনি গ্রুপ লিডার জনাব মিজানুর রহমানের নিকট থেকে প্রাক্-নিবন্ধন ও নিবন্ধনের সমুদয় টাকা গ্রহণ করেছেন। তার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। গ্রুপ লিডার টাকা না প্রদান করলে তিনি প্রয়োজনে হাজীদের সাথে যোগাযোগ করতে পারতেন। তিনি এ ধরনের যোগাযোগ করেছেন মর্মে কোন প্রমান দেখাতে পারেননি। গ্রুপ লিডারের দায়-দায়িত্ব সম্পুর্ণরূপে এজেন্সির মালিকের। মতিঝিল থানায় দায়েরকৃত সাধারণ ডায়রিটি পরস্পরের যোগসাজসে ছাড়া আর কিছু নয়। জনাব মিজানুর রহমান নামে অন্য একটি অভিযোগে তার গ্রামের ঠিকানায় নোটিশ পাঠানো হলে সেটি ফেরত আসে। তার সাথে ফোনে যোগাযোগ করেও পাওয়া যায়নি। অভিযোগকারী মাজেদা খাতুন তার চাচী শাশুড়ী।	(ক) ২০১৭ সালের জন্য নিবন্ধিত ৬জন **হজযাত্রীকে** হজে প্রেরণ ব্যবস্থা না করার দায়ে এন ই এয়ার (হ.লা-১০৬৭) এর লাইসেন্স বাতিল করা হলো **এবং ১৫লক্ষ টাকা জরিমানা** করা হলো। (খ) গ্রুপ লিডার জনাব মিজানুর রহমান পিতা: কলিমুল্লাহ, গ্রাম: সেন্দি, বাড়ি: মোল্লা বাড়ি, ইউপি: গোয়ালমারি, দাউদকান্দি, কুমিল্লা (তদন্তে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বর্তমান ঠিকানা ১৪০৯/২ পূর্ব জুরাইন, সবুজবাগ, ঢাকা) একজন প্রতারক তিনি নিজ নামে ভুয়া ভিজিটিং কার্ড মুদ্রণ করে সহজ সরল মুসলমানদের সঙ্গে প্রতারণা করছেন। এই তথ্য আইন প্রোয়োগকারী সংস্থাকে প্রদান করে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।
৩৬.	১০৮০	Nibir Hajj Omrah & Tourisom . 292, Inner Circular Road, Fakirapool, 7-E, Satabdi Centre, (7th Floor), Dhaka.	অভিযোগকারী রেবেকা রহমান এর অভিযোগটি হজের পূর্বের তিনি হজে যেতে পেরেছেন। তার কোন অভিযোগ নাই। অভিযোগকারী আজিজুল হাকিমের বক্তব্য অনুযায়ী ১০জন হাজীর ভিসা হয়নি। তাদের মধ্যে ৫জন ২০১৮ সালে যাওয়ার নিশ্চয়তা চান। এই ১০জনের মধ্যে ২জন হাজী মো. শফিকুল ইসলাম এবং এমদাদুল হকের সাথে ফোনে যোগাযোগ করে জানা যায় এজেন্সির অবহেলার কারণে তারা হজে যেতে পারেননি। ২০১৮ সালেও তার হজে যেতে পারবেন কিনা নিশ্চিত নয়। এজেন্সির দাবী অনুযায়ী নিবিড় হজ কাফেলা ১০জন হাজীর মধ্যে ৪জন হাজীকে অভিযোগকারীর সম্মতি নিয়ে রিপ্লেস করেছেন। ৩জন হজযাত্রীর ভিসা হয়নি। ১জন হজযাত্রী রিপিট হাজী হওয়ায় ২০০০ হাজার অতিরিক্ত পরিশোধ করতে হবে বিধায় ইচ্ছাকৃতভাবে হজে যাননি। জরিনা বেগম মাহারাম সমস্যার কারণে হজে যেতে পারেনন।	৪জন হজযাত্রীকে তাদের অনুমতি ছাড়া রিপ্লেস করায় নিবিড় হজ ওমরা এন্ড টুরিজম এজেন্সি (হ.লা-১০৮০) বাতিল করা হলো **এবং ১০লক্ষ টাকা জরিমানা** করা হলো। বর্তমানে তার এজেন্সিতে প্রাক-নিবন্ধিত হজযাত্রীদের তাদের ইচ্ছামত ট্রান্সফারের নির্দেশ প্রদান করা হলো।
৩৭.	১১৪৫	Saeed Air International, Suite No-E-102 (1^{st} Fl.) Dr. Nawab Ali Tower, 24-	অন্যদিকে এ আদেশের ১৫ নং ক্রমিকে Saeed Air International (হ: লা: ১১৪৫) এর বিষয়ে পর্যালোচনা/সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। সে মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।	১৫ নং ক্রমিকের আদেশানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

ক্র.নং	লাইসেন্স নম্বর	এজেন্সীর নাম ঠিকানা	মন্ত্রণালয়ের গঠিত কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা	মতামত/সুপারিশ বা প্রদত্ত শাস্তি
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
		Puranapalton, Dhaka-1000.		
৩৮.	১২১৪	Soharada Ohahed Air Travels, 40/3, Inner Circular (Vip) Road, Naya Paltan, Dhaka-1000.	অভিযোগটি প্রমাণিত। অভিযোগকারী হজযাত্রীগণ টাকা প্রদান করেছে সোহার্দা ওয়াহেদ হজ এজেন্সিকে। তাদেরকে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে সাওবান এয়ার ট্রাভেলসে। এ দুই এজেন্সির আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত বিরোধের কারণে অভিযোগকারীগণ ২০১৭ সালে হজে যেতে পারেননি। এই জন্য উভয় এজেন্সি দায়ী। হজযাত্রীদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তাদের ভিসা হওয়ার পরও হজে প্রেরণ করা হয়নি। সাওবান এয়ার ট্রাভেলস (হ:লা:-১৪৩০) এর মালিক এবং সোর্হাদা ওয়াহেদ এয়ার এয়ার ট্রাভেলস এর মালিক জনাব দেলাওয়ার হোসেন, পিতা: মৃত হাজী জুলফিকার আলী, গ্রাম: ছেওরিয়া, থানা: চৌদ্দগ্রাম, জেলা: কুমিল্লা (মোবাইল নং: ০১৮৪৭১৫৪১২৮) এর মধ্যে লেনদেনের বিরোধ এবং তাদের গাফেলতির জন্য অভিযোগকারীসহ ৯জনের ভিসা হওয়ার পরেও হজে গমন করতে পারেননি। সোর্হাদা ওয়াহেদ এয়ার এয়ার ট্রাভেলস এর লাইসেন্সটি কালো তালিকাভুক্ত ছিল। এ বছরও একই ধরনের অপরাধ করেছেন। সাওবান এয়ার ট্রাভেলস (লাইসেন্স নং-১৪৩০) এর মালিক হজের পর মারা গেছেন।	**(ক) সাওবান এয়ার ট্রাভেলস (লাইসেন্স নং-১৪৩০) এবং সোর্হাদা ওয়াহেদ এয়ার ট্রাভেলস এর লাইসেন্স স্থায়ীভাবে বাতিল করা হলো এবং উভয় এজেন্সিকে ১০লক্ষ টাকা করে ২০লক্ষ টাকা জরিমানা করা হলো।** **(খ) হজযাত্রীদের টাকা আদায়ের জন্য জনাব দেলাওয়ার হোসেন, পিতা: মৃত হাজী জুলফিকার আলী এবং সাওবান এয়ার ট্রাভেলস (১৪৩০) এর বর্তমান মালিকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার জন্য অভিযোগকারীদের পরামর্শ প্রদান করা হলো।**
৩৯.	১২২২	South Asian Overseas Network, Flat-5B, Plot-08, Block-G, Main Road, Banasri, Rampura, Dhaka.	অভিযোগকারীগণকে বার বার যোগাযোগ করেও তদন্তের সময় হাজীর করা যায়নি। তারা ইমেইলে এবং হাতে হাতে একটি আবেদন প্রেরণ করে জানিয়েছেন, অভিযোগটি তারা প্রত্যাহার করেছেন। অভিযোগ প্রত্যাহারের বিষয়টি ফোন করে যাচাই করা হয়েছে। অভিযোগকারীদের সিরিয়ালও ২০১৭ সালের কোটায় ছিল না। ২০১৭ সালের কোটায় না থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে ঐ সালে হজে প্রেরণের কথা বলে ১০জনের নিকট থেকে ১৯লক্ষ ১৬হাজার টাকা গ্রহণ করে এজেন্সির মালিক অন্যায় করেছেন।	অভিযোগকারী হাজীগণ ২০১৮ সালে হজে যেতে রাজী হলেও **তাদের নিকট থেকে** ১বছর আগে টাকা গ্রহণ করার দায়ে সাউথ এশিয়া ওভারসীস নেটওয়ার্ক এর মালিক-কে ১০ (দশ) লক্ষ টাকা জরিমানা করা হলো ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করা হলো।
৪০.	১২৫০	Super Khidmah Travels & Tours. 110, Aliza Tower (5th Floor), Fakirapool, Dhaka-1000.	(ক) অভিযোগটি প্রমাণিত। (খ) সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায়, অভিযোগকারীদের সিরিয়াল ছিল ২০১৮ সালে তাই তাদের ২০১৭ সালে হজে প্রেরণ করা সম্ভব হয়নি। এজেন্সির মালিক তাদেরকে ২০১৮ সালে হজে নিবেন মর্মে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন। ২০১৭ সালের জমাকৃত টাকা এজেন্সির একাউন্টে জমা আছেন বলে এজেন্সির প্রতিনিধি এবং অভিযোগকারী উভই স্বীকার করেছেন। তবে ২০১৭ সালে হজে নিতে পারবেন না জেনেও হাজীদের নিকট থেকে টাকা আদায় করে এজেন্সির মালিক অন্যায় করেছেন। অন্যদিকে এ আদেশের ৩০ নং ক্রমিকে Super Khidmah Travels & Tours. (হ: লা: ১২৫০) এর বিষয়ে পর্যালোচনা/সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। সে মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।	(ক) হাজীদের না জানিয়ে তাদের রিপ্লেস করায়, ২০১৮ সালে হজে প্রেরণের জন্য পুনরায় প্রাক্-নিবন্ধন না করায় এবং ২০১৭ সালে গৃহীত ৮ লক্ষ টাকা ১২/০২/২০১৮ তারিখ পর্যন্ত ফেরৎ না দেওয়ায় সুপার খিদমাহ ট্রাভেলস এন্ড ট্যুরস, হ.লা- ১২৫০ বাতিল করা হলো এবং ১০ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হলো। (খ) সুপার খিদমাকে ১০লক্ষ টাকা জরিমানা করা হলো। (গ) অভিযোগকারীদের দাবী অনুযায়ী তাদের নিকট থেকে গৃহীত টাকা অনতিবিলম্বে ফেরৎ প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো। (ঘ) গ্রুপ লিডার মো. মোরশেদুর রহমান, পিতা আলি আজম, সাং- চর বিরবিরি, ডাকঘর: জাহাজ মারা, থানা: হাতিয়া, জেলা: নোয়াখালী কর্তৃক প্রতারণা করে টাকা আদায়ের দায়ে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এ আদেশের ৩০ নং ক্রমিকের আদেশ অনুযায়ী – লিড এজেন্সি সুপার খিদমাকে টাকা নেওয়ার পরও হাজীদের দেখাশুনা না করার দায়ে ১০লক্ষ টাকা জরিমানা করা হলো।
৪১.	১২৬৫	The Mzxim Travels Agency & Tours, Shanjari Tower (G.F) Room No.1/B, 78, Nayapaltan, Dhaka.	অন্যদিকে এ আদেশের ৭ নং ক্রমিকে The Mzxim Travels Agency & Tours (হ: লা: ১২৬৫) এর বিষয়ে পর্যালোচনা/সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। সে মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।	০৭ নং ক্রমিকের আদেশানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।
৪২.	১৩১৩	Khan Travels Sevices, Sadar Road, Bazirmur, Narsindi,	অন্যদিকে এ আদেশের ৩০ ও ৪০ নং ক্রমিকে Khan Travels Sevices (হ: লা: ১৩১৩) এর বিষয়ে পর্যালোচনা/সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। সে মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।	৩০ ও ৪০ নং ক্রমিকের আদেশানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।
৪৩.	১৩৩৯	Al Rafi Travel Trade. House-30, (Flat-3/D) Sonargaon Janapath Road, Sector-11, Uttara, Dhaka.	এ আদেশের ১ নং ক্রমিকে Al Rafi Travel Trade. (হ: লা: ১৩৩৯) এর বিষয়ে পর্যালোচনা/সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। সে মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।	১ নং ক্রমিকের আদেশানুযায়ী (Al Rafi Travels, HL-1339) বাতিল এবং ০৫ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হলো।

ক্র.নং	লাইসেন্স নম্বর	এজেন্সীর নাম ঠিকানা	মন্ত্রণালয়ের গঠিত কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা	মতামত/সুপারিশ বা প্রদত্ত শাস্তি
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
৪৪.	১৩৪৮	Eco Aviation & Tourism, 351/6, Bir Muktijuddah, Cornal Nowajes Uddin Sarak, 2nd Muradpur, Kumilla.	শুনানির তারিখ ও সময় যথাযথভাবে অভিযোগকারীকে অবহিত করা হলেও তিনি উপস্থিত ছিলেন না। অভিযোগকারীগণ Eco Aviation & Tourism, (HL NO:1348) সমুদয় টাকা পরিশোধ করেছেন। সম্পুর্ণ টাকা পরিশোধ করা সত্ত্বেও ভিসা হওয়ার পর তারা হজে যেতে পারেননি। ৩জন হাজীকে তাদের অনুমতি ছাড়া রিপ্লেস করা হয়েছে। ৩২জন হজযাত্রীকে টাকা নেওয়ার পরও হজে নেননি। অভিযোগকারী জনাব মো. লোকমান, পিতা: মো. আজাহার আলী আকন, গ্রাম: গাছাইল, উপজেলা: নন্দিগ্রাম, জেলা: বগুড়া, নন্দিগ্রাম থানায় এজেন্সির মালিক এবং ২জন গ্রুপ লিডারের বিরুদ্ধে ৩১/০৮/২০১৭ তারিখে ফৌজদারী মামলা দায়ের করেন। ইতিমধ্যে মামলা অভিযোগপত্র নং-১৯৭ তারিখ: ২৭/১২/২০১৭ (ধারা: ৪০৬/৪২০/৫০৬/৩৪) দাখিল করা হয়েছে। তদন্তের সময় জানাযায় ৩জন আসামির মধ্যে এজেন্সির মালিক ব্যাতিত অন্য ২জন গ্রেফতার হয়ে হাজতে আছেন। সার্বিক পর্যালোচনায় প্রতিয়মাণ হয় জনাব মো. ফরিদুর রহমান, পিতা: মৃত রওশন আলী, সাং- সিংজালী, উপজেলা: নন্দিগ্রাম, জেলা: বগুড়া এবং মো. রুহুল কুদ্দুস, পিতা: একরামুল হক, সাং- কাসিয়া ডাংগা, উপজেলা: প্রবা, জেলা: রাজশাহী, (বিসমিল্লাহ সুপার মার্কেট রাজশাহী) এর যোগসাজসে অভিযোগকারীদের নিকট থেকে ২৭,৯০,০০০/= টাকা গ্রহণ করেও তাদেরকে হজে প্রেরণ করা হয়নি। এবং টাকা আত্মসাৎ করেছেন।	(ক) Eco Aviation & Tourism, (HL NO:1348) এর লাইসেন্স বাতিল করা হলো এবং ০১ (এক) কোটি টাকা জরিমানা করা হলো। (খ) গৃহীত টাকা আদায়ের জন্য টাকা গ্রহণকারী **জনাব মো. ফরিদুর রহমান** এবং মো. রুহুল কুদ্দুস এর বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলার পাশাপাশি দেওয়ানি আদালতে মামলা করার জন্য অভিযোগকারীদের পরামর্শ প্রদান করা হলো।
৪৫.	১৩৫৩	Euro Asia Travels & Tours. H.M. Siddique Mansion (5th Floor), 55/A, Purana Paltan, Dhaka-1000	তদন্তের তারিখ যথাসময়ে অবহিত হওয়ার পরেও জনাব মুফতি মাজাহারুল ইসলাম শুনানিতে উপস্থিত হননি। তদন্ত কমিটি ইউরো এশিয়ার মানি রিসিটে উল্লেখিত মোবাইল নাম্বারে ফোন তরে তার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করলে মোবাইল নম্বর বন্ধ পাওয়া যায়। অতপর কর্মচারী জনাব সালাউদ্দি আহমেদ এর মোবাইল নম্বর (০১৫১১৯৯২০০৭) থেকে মুফতি মাজাহারের অপর একটি নম্বর ০১৭১০০২৩০৯৪ এ ফোন করা হয়। ফোন ধরে তিনি জানান কক্সবাজারে আছেন। পরের দিন ১৯/১২/২০১৭ তারিখ তদন্তে হাজির হবেন। তার কথার পরিপ্রেক্ষিতে ১১জন অভিযোগকারী হাজী ঢাকায় অবস্থান করেন। পরের দিন তিনি তদন্তে হাজির হননি। হাজীরা ১৯/১২/২০১৭ তারিখে সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করে চলে যান। আব্দুল হান্নান এর অভিযোগের সাথে সংযুক্ত একটি রসিদে দেখা যায় জনাব মুফতি মাজাহারুল ইসলাম জিয়ারত হারামাইন হজ গ্রুপ নামে রিসিট ছাপিয়ে নিজের স্বাক্ষর করে টাকা গ্রহণ করেছেন। হাজীদেরকে হজে প্রেরণের কথা বলে ২হাজার টাকা করে ব্যাগের টাকা নিয়েছেন এবং অনেকের মেডিকেল করিয়েছেন। হজের পর থেকে তিনি হাজীদের সাথে কোন যোগাযোগ করেননি। তদন্ত কমিটিও তার সাথে বার বার যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেও তদন্ত কমিটিকে কোন সহযোগিতা করেননি। তদন্তের সময় হাজির না হওয়ায় ওয়েব সাইট থেকে মোবাইল নম্বর ০১৭২৬৭১২৯২৪ ফোন করলে জনৈক আবুল হোসেন ফোনটি রিসিভ করে জানান তিনি এক সময় ইউরো এশিয়ায় চাকরি করতেন। যোগাযোগের সুবিধার্থে এজেন্সির মালিক তার এই নম্বরটি ব্যবহার করেছেন। তিনি বর্তমানে চাকরিতে নাই। এজেন্সির প্রকৃত মালিক ছিলেন কিশোরগঞ্জ পৌরসভার মেয়র এর ছেলে জনাব খালেদ সালাউদ্দিন। জনাব খালেদ সালাউদ্দিন সাহেব এই লাইসেন্সটি ৩৫লক্ষ টাকার বিনিময়ে মুফতি মাজাহার ইসলাম এবং অন্য একজনের নামে ডিডের মাধ্যমে হস্তান্তর করেছেন। সার্বিক পর্যালোচনা অভিযোগটি প্রমাণিত হয়েছে। এই লাইসেন্সটি বর্তমানে মূল মালিকের নিয়ন্ত্রণে নেই। জনাব মুফতি মাজাহারগণ অবৈধভাবে এই লাইসেন্সটি ব্যবহার করছেন।	হজ নীতিমালা ২০১৭ অনুযায়ী ইউরো এশিয়া ট্রাভেলস এন্ড ট্যুরস, (হ.লা-১৩৫৩) লাইসেন্সটি মূল মালিকের নিয়ন্ত্রণে না থাকায় জামানত বাজেয়াপ্তসহ বাতিল করা হলো। (খ) জিয়ারতে হারামাইন হজ গ্রুপ নামে মানি রিসিট ছাপিয়ে সরল প্রাণ হজ গমনেচ্ছু ব্যক্তিদের নিকট হতে টাকা আদায়ের দায়ে জনাব মো. মুফতি মাজাহারুল ইসলাম এর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। (গ) জনাব মুফতি মাজাহারুলের নিকট থেকে টাকা আদায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট আদালতে মামলা করার নিমিত্ত অভিযোগকারীদের পরামর্শ প্রদান করা হলো।
৪৬.	১৪৩০	saoban air travels. 242/243, west agargaon, sher-e-banglanagar, dhaka.	অন্যদিকে এ আদেশের ৩৮ নং ক্রমিকে Saeed Air International (হ: লা: ১১৪৫) এর বিষয়ে পর্যালোচনা/সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। সে মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।	৩৮ নং ক্রমিকের আদেশানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।
৪৭.	১৪৪১	uniroute overseas & tour limited, Rupsha Tower, Flat-C-3, Plot-7, Road-17, Banani C/A, Dhaka.	সার্বিক পর্যালোচনায় প্রতিয়মাণ হয় অভিযুক্ত এজেন্সি হজ কালীন সময় অভিযোগকারী হাজীদেরকে তাদের প্রদত্ত কথা অনুযায়ী যথাযথ সেবা প্রদান করেননি। এই জন্য অভিযুক্ত এজেন্সিকে হজ নীতিমালা ২০১৭ অনুযায়ী ১০লক্ষ টাকা জরিমানা করা যেতে পারে।	অভিযুক্ত এজেন্সি হজকালীন সময় অভিযোগকারী হাজীদেরকে তাদের প্রদত্ত কথা অনুযায়ী যথাযথ সেবা প্রদান না করায় অভিযুক্ত এজেন্সিকে ১০ (দশ) লক্ষ টাকা জরিমানা করা হলো।
৪৮.	১৪৫১	jetway travel, 55/b purana paltan, noakhali tower (4th floor), room 5/b, dhaka-1000.	অভিযোগটি প্রমাণিত।	**হাজীকে** প্রতিশ্রুতি **মোতাবেক** প্যাকেজে **বর্নিত** সেবা প্রদান না করায় **৫লক্ষ টাকা** জরিমানা করা হলো এবং অভিযোগকারীর দাবী অনুযায়ী তার প্যাকেজ মূল্যের অতিরিক্ত টাকা ফেরত প্রদানের জন্য এজেন্সি **মালিককে** নির্দেশ প্রদান করা হলো।
৪৯.	১৪৫২	mizab-e-rahmat hajj kafela pahartali fakir taluk darbar sharif (g/f) a.k. khan more, chittagong.	অন্যদিকে এ আদেশের ২ নং ক্রমিকে mizab-e-rahmat hajj kafela (হ: লা: ১৪৫২) এর বিষয়ে পর্যালোচনা/সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। সে মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।	২ নং ক্রমিকের আদেশানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।
৫০.	১৪৬২	Holy Darunnazat	তদন্তের সময় এজেন্সি মালিককে তার নিয়োজিত ছয়জন গাইডের নাম জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলতে পারেননি। পিআইডি-১৪৬২১১০৪ এর আইডি কার্ডে নাজমা রহমান নামে একজন	**সার্বিক পর্যালোচনায় অভিযোগটি প্রমাণিত। হাজীদের জন্য গাইড নিয়োগ**

ক্র.নং	লাইসেন্স নম্বর	এজেন্সীর নাম ঠিকানা	মন্ত্রণালয়ের গঠিত কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা	মতামত/সুপারিশ বা প্রদত্ত শাস্তি
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
		Hajj Overseas, shatabdi center (9th floor), suite # 9/e-2, 292, inner circular road, fakirapool, motijheel, dhaka-1000.	গাইডের নাম থাকলেও এ নামে কোন গাইড ছিল না। সবগুলো গাইডের নাম বলতে না পারায় প্রতিয়মাণ হয় প্রকৃত অর্থে তিনি হাজীদের জন্য গাইড নিয়োগ করেননি এবং যথাযথ সেবা প্রদান করেননি।	না করায় এবং যথাযথ সেবা প্রদান না করায় হজ নীতি মালা ২০১৭ অনুযায়ী এ এজেন্সিকে ১০ (দশ) লক্ষ টাকা জরিমান করা যেতে পারে।

০৩। জরিমানা/বাজেয়াপ্তকৃত অর্থ আগামী ০৭.০৩.২০১৮ খ্রি. তারিখের মধ্যে '১-৩৫০১-০০০১-১৯০১' নং কোডে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমাদানপূর্বক চালানের মূল কপিসহ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে।

০৪। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারী করা হলো এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(এস. এম. মনিরুজ্জামান)
সহকারী সচিব (হজ-২)
ফোন : ৯৫৮৪৩২২
e-mail : morahajsection@gmail.com

জনাব .....

স্বত্ত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপক/ব্যবস্থাপনা অংশিদার

.....

স্মারক নং-১৬.০০.০০০০.০০৩.২৭.০০১.১৮.২৬১

তারিখ : ১৫ ফাল্গুন ১৪২৪ বঙ্গাব্দ / ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ খ্রি.

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে :

১. সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. কাউন্সেলর (হজ), বাংলাদেশ হজ অফিস, জেদ্দা, সৌদি আরব।
৩. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. পরিচালক, হজ অফিস, আশকোনা, বিমানবন্দর, ঢাকা {মতামত/সুপারিশে বর্ণিত (প্রযোজ্যক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে) প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ}।
৫. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. ব্যবস্থাপক .....(সংশ্লিষ্ট ব্যাংক)।
৭. সভাপতি/মহাসচিব, হজ এজেন্সীজ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (হাব), সাত্তারা সেন্টার, ৩০/এ, নয়া পল্টন, ভিআইপি রোড, ঢাকা।
৮. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিজনেস অটোমেশন লি: (পত্রটি www.hajj.gov.bd-তে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৯. ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, যুগ্মসচিব (হজ),ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০. সভাপতি, ইস্কাটন জামে মসজিদ, ঢাকা (২১ নং আদেশে বর্ণিত বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
১১. অফিস কপি।

(এস. এম. মনিরুজ্জামান)
সহকারী সচিব (হজ-২)।